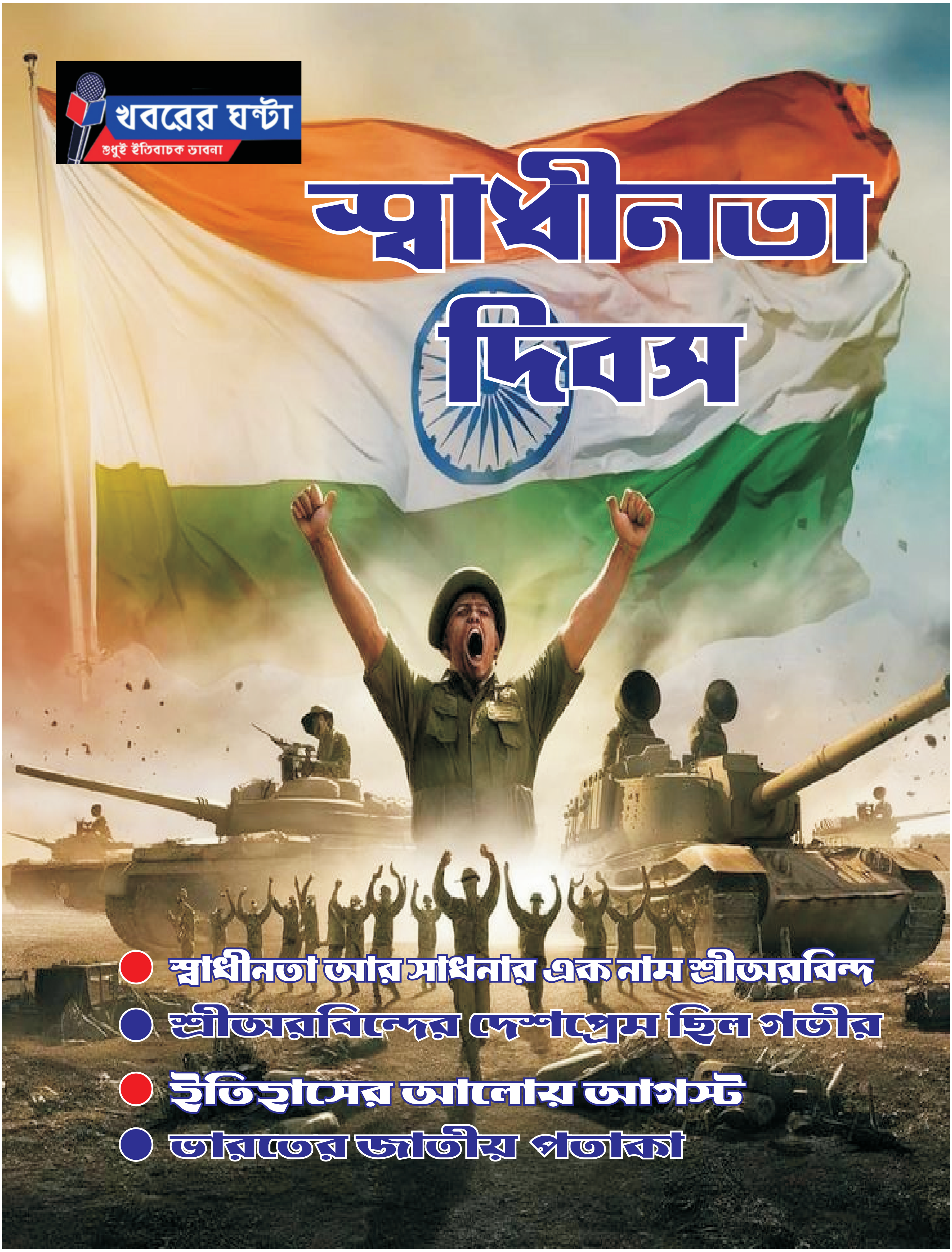
খবরের ঘণ্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
স্বাধীনতা
দিবস
স্বাধীনতা আর সাধনার এক নাম শ্রীঅরবিন্দ
শ্রীঅরবিন্দের দেশপ্রেম ছিল গভীর
ইতিহাসের আলোয় আগস্ট
ভারতের জাতীয় পতাকা

TERAI NURSING INSTITUTE
APPROVED BY WBNC & INC
"কন্যাশ্রী" ছাত্রীদের
STUDENT CREDIT
CARD মাধ্যমে GNM
NURSING COURSE
এ ভর্তি করান এবং নারী
শিক্ষার বিস্তার ও নারী
ক্ষমতায়ন এ একটি বলিস্ট
পদক্ষেপ গ্রহন করুন
Free Addmission in
Nursing GNM Course
Contact us for more information
99331-76656
www.terainursing.com

।। श्री माँ ।।

GREETINGS TO ALL
ON THE BIRTH ANNIVERSARY
OF SRI AUROBINDO, 15TH AUGUST
&
78th INDIAN
INDEPENDENCE DAY

আর. জী.
বস্ত্র বিপনী

RED IS THE COLOR OF
PHYSICAL ACTIVITY,
CREATIVITY

Ajay Goyal
Mob. : 94340-46134

**GREETINGS TO ALL ON THE
BIRTH ANNIVERSARY OF SRI AUROBINDO
&
78th INDIAN INDEPENDENCE DAY**

"In the right view both of life and of yoga all life is either consciously or subconsciously a yoga"

- Sri Aurobindo

"भारत राष्ट्रों का गुरू है, मानव आत्मा का उसके अधिक गंभीर रोगों में चिकित्सक है ; उसके भाग्य में एक बार फिर विश्व के जीवन को नये साँचे में ढालना लिखा है।"

- Sri Aurobindo

SAPPHIRE PAPERS MILL (P) LTD.

3rd Floor, Leelashri Building, Subhash Market, George Mahabert Road,
Siliguri (W.B), Pin-734001, Phone : +91 - 0353-2431040
E-mail : info@sapphirepapers.com

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

★ TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD

M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS

★ SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.

M.S. ROD M.S. FLATS &

TORKARY BAR

MANUFACTURING :

★ SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD

GREEN TEA FACTORY

★ CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES

HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS

★ SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES

C.I. CASTING

AGRICULTURE :

★ BASANTA AGRICO-

PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

★ PAUL AUTOMOBILES

★ M&C IRON STORES

★ VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355

Monthly Magazine

Vol. IX Issue-2

1st August-31August 2025 INDEPENDENCE DAY

নবম বর্ষ-সংখ্যা-২ স্বাধীনতা দিবস, ২৯শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

আগষ্ট ২০২৫ স্বাধীনতা দিবস

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor : Bapi Ghosh
Sub Editor : Arpita Dey Sarkar
Cover : Ayush Chakraborty
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

স্বাধীনতা আর সাধনার এক নাম শ্রীঅরবিন্দ......বিপ্লব সরকার......০৪
শ্রীঅরবিন্দের দেশপ্রেম ছিল গভীর........বিশ্বজিৎ দাশগুপ্ত..........০৬
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগ্রাম.....পল্লব বিশ্বাস............০৭
শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের জন্মদিন....................বিপ্লব সরকার............০৮
শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন শুধু স্মরণ নয়, এক প্রয়োজন.......বিশ্বজিৎসাহা..০৯
ইতিহাসের আলোয় আগস্ট..১০
কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা...............মুসাফীর........১৩
আষাঢ় শ্রাবণ মানে না যে মন....................সুশ্বেতা বসু.............১৫
স্বাধীনতা দিবস ২০২৫....................বিনয় চক্রবর্তী..................১৫
স্বাধীনতা দিবস ২০২৫ আমাদের অহঙ্কার, আমাদের অঙ্গীকার...বিশ্বজিৎ সাহ...১৬
ভারতের জাতীয় পতাকা....................শুভেন্দু পাল..................১৬
দেশের শ্রেষ্ঠত্ব নষ্ট হতে খুব বেশি সময় লাগবে না..নির্মলেন্দু দাস..১৭
লোকতন্ত্রের লোকতান্ত্রিক পদ্ধতি...................অশোক রায়........১৮

ঃঃ কবিতা ঃঃ

স্বাধীনতার অর্থ খুঁজি.......................মুকুল দাস.........................২১
এতো হাতে হাত ধরি.......................গোপা দাস.......................২১
সম্প্রীতির বার্তা.......................চিত্তরঞ্জন সরকার....................২১
হায়রে স্বাধীনতা.......................রিঙ্কু মিত্র (পাল).....................২২
আর কত যুগ পরে?.......................অশোক পাল.....................২৩
ভারত-আত্মা ঋষি অরবিন্দ.......................অসমঞ্জ সরকার........২৩

ঃঃ প্রতিবেদন ঃঃ

শিক্ষায় আলো ছড়াচ্ছে মুরলীগঞ্জ হাইস্কুল...............................২০
থাইল্যাণ্ডের ষ্ট্রেংথ লিফটিংয়ে ভারতের পতাকা উঁচুতে মেলে ধরলেন শিলিগুড়ির পায়েল বর্মন ও শর্মিষ্ঠা লাহিড়ী....................২৪
শিক্ষক, সমাজসেবী ও আইনজীবী-এক অসাধারণ জীবনের নাম বিপ্লব সেনগুপ্ত...২৫
স্বাধীনতা দিবসে দেশাত্মবোধক সুরে মানবিক বার্তা অনিন্দিতা চ্যাটার্জীর..২৬
স্বাধীনতার ৭৮ বছরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন-বিপ্লবীদের স্বপ্ন কি সত্যিই পূরন হল?....২৬
শিলিগুড়ির হৃদয় জয়ের গল্প-চলো বাংলায় রেস্তরাঁর অভিনব উদ্যোগ.........২৭
মনিষীদের ছবি, গাছের টব আর সম্মাননার সৌরভে সেজে উঠেছে শিক্ষক স্বপ্নেন্দু নন্দীর সহস্রাব্দ..২৮
নিরামিসে মাংসের হাড়ের তিক্ততা ভুলিয়ে দিলে আশিঘরের চলো বাংলার বাঙালিয়ানায় ভরপুর অভিজ্ঞতা..........................২৮

খবরের ঘন্টা এখন শুধু প্রিন্ট মিডিয়াতেই নেই, খবরের ঘন্টা রয়েছে বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়াতেও।

You Tube Link :
https://youtube.com/@KHABARERGHANTA
Facebook Page Link :
https://www.facebook.com/slgkg/
Google Web Portal :
www.khabarerghanta.in

অমৃত—কথা

আমাদের লক্ষ্য কেবল ইংরেজদের তাড়ানো নয়, বরং একটি স্বাধীন ও মহৎ ভারতের সৃষ্টি।

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতার দীপ্তি ও আত্মজাগরনের আহ্বান

১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস। এই দিন শুধুই ব্রিটিশ শাসনের অবসানের স্মরণ নয়, বরং এটি প্রতিজ্ঞা করার দিন--আমরা যেন প্রতিটি নাগরিকের জন্য একটি ন্যায়ভিত্তিক, সমানাধিকারভিত্তিক ও মানবিক সমাজ গড়ে তুলতে পারি।

এদিনই আবার জন্মগ্রহন করেছিলেন এক মহৎ দেশপ্রেমিক , দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক পুরুষ --শ্রী অরবিন্দ। তাঁর চিন্তা ও দর্শন শুধু রাজনীতিকে নয়, জাতির আত্মাকে জাগিয়ে তুলেছিল। শ্রী অরবিন্দ বিশ্বাস করতেন, প্রকৃত স্বাধীনতা কেবল বাইরের শৃঙ্খল মুক্তি নয়, তা মন, চিন্তা ও আত্মার মুক্তি।

এই বিশেষ প্রেক্ষাপটে খবরের ঘন্টার স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা শ্রদ্ধা নিবেদন করছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং আধ্যাত্মিক জাগরনের দুই দীপ্ত প্রতীককে। আসুন, এই দিনটিকে শুধু অতীত স্মরনের নয়, বরং ভবিষ্যতের প্রতি দায়বদ্ধতা গ্রহনের দিন হিসেবে উদযাপন করি।

বিশ্বে প্রথম ঐশ্বর্যশালী পরিবেশ রচনার জন্য সংগ্রহ করুন গ্রন্থ “মহাসাহিত্য”

অন্তহীন বেদনা-১ম খন্ড — অন্তহীন বেদনা-২য় খন্ড

Endless Pain - 1st Part.

বিশ্বে প্রথম গ্রন্থ “ আত্মা ও মন (গাণিতিক বিশ্লেষণ)” সংগ্রহ করুন।
অঙ্কের সাহায্যে আত্মা ও মনের চরিত্র বিশ্লেষণ।
দেশ ও বিদেশের আন্তর্জাতিক জার্নালে
প্রকাশিত রচনার পূর্ণ রুপ এই গ্রন্থ।

প্রকাশক ঃ কর্পোরেট পাবলিসিটি
লেখক ঃ নির্মলেন্দু দাস
(শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

স্বাধীনতা দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ
CHOLO BANGLAY
AUTHENTIC BENGALI BISTRO
মাতঙ্গিনী ক্যাটারারের
নবতম সংযোজন
চলো বাংলায়
ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট
Toll Free
1800 123 8022
জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী,
অন্নপ্রাশণ, আইবুড়োভাত
প্রভৃতি অনুষ্ঠানের জন্য যোগযোগ করুন
আশিঘর মোড়, ICICI ব্যাঙ্কের কাছে
94344 98494 / 98320 15583

স্বাধীনতা আর সাধনার এক নাম শ্রীঅরবিন্দ

বিপ্লব সরকার

১৫ আগস্ট শুধু ভারতের স্বাধীনতা দিবস নয়, সেই দিনে জন্মগ্রহন করেছিলেন এক মহান দার্শনিক, দেশপ্রেমিক , কবি ও আধ্যাত্মিক সাধক শ্রী অরবিন্দ।

স্বাধীনতা আর সাধনার এক নাম--শ্রীঅরবিন্দ। ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা ও এক মহান আত্মার আবির্ভাব দিবস।

ভারতের ইতিহাসে এক আশ্চর্য সমাপতন --যেদিন ভারত পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, সেদিনই জন্মেছিলেন এমন একজন মনীষী, যিনি সারাজীবন ভারতকে শুধু স্বাধীন নয়, আধ্যাত্মিকভাবে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন।

তিনি শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২--১৯৫০)-- একাধারে বিপ্লবী, দার্শনিক, কবি, যোগী এবং ভারতমাতার নীরব ভক্ত।

বিপ্লব থেকে বিবেকের পথে ঃ প্রথম জীবনে শ্রী অরবিন্দ ছিলেন এক চরমপন্থী বিপ্লবী। তিনি বিশ্বাস করতেন--স্বাধীনতা কেবল আবেদন করে পাওয়া যায় না, তার জন্য দরকার আত্মবলিদান।

তিনি বন্দি হন, আলিপুর বোমা মামলা-য় কিন্তু সেই বন্দি জীবনেই তিনি উপলব্ধি করেন যোগসাধনার গুরুত্ব।সেখানেই তাঁর জীবনে আসে আত্মদর্শন--ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেন হৃদয়ের গভীরে।

সকলকে স্বাধীনতা দিবস এবং শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা ঃ

সামসুল আলম

প্রধান শিক্ষক, মুরলীগঞ্জ হাইস্কুল

বিধাননগর, শিলিগুড়ি

আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষের প্রবক্তা ঃ শ্রী অরবিন্দ বলেন, India is not a piece of earth,but a living Mother.

ভারতের মুক্তি শুধু রাজনৈতিক নয়, তার প্রকৃত মুক্তি ঘটবে আত্মিক জাগরন ও মানবের ঐশ্বরিক উন্নয়ন এর মাধ্যমে।

তিনি প্রতিষ্ঠা করেন পন্ডিচেরির শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, যেখানে জীবনের চরম উদ্দেশ্য হলো--মানুষের ভিতরে ঈশ্বরকে জাগিয়ে তোলা।

তাঁর জীবন ও ভাবনা আমাদের শেখায় ঃ দেশপ্রেম মানে কেবল প্রতিবাদ নয়, মানুষকে সত্য ও আলোর পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

স্বাধীনতা মানে কেবল শাসকের পতন নয়, অজ্ঞানতা ও সংকীর্ণতার শৃঙ্খল ভাঙা।

ভারতবর্ষ কোনো রাজনৈতিক গঠন নয়, একটি মহাযাত্রা-- ধ্যান, জ্ঞান ও কর্মের।

১৫ আগস্ট ভারতের জাতীয় জীবনের গৌরবময় দিন। এই দিনেই জন্মেছিলেন এমন এক পুরুষ , যাঁর চিন্তা ও সাধনা আজও আমাদের আলোর পথ দেখায়।

স্বাধীনতার সুর সঙ্গে সঙ্গে যেন বাজে-- অরবিন্দের বাণী, শান্তির বার্তা, মানবতার আহ্বান।

এই দেশ প্রেমিক, আধ্যাত্মিক এবং ভবিষ্যতের ভারত নির্মানে বিশ্বাসী শ্রীঅরবিন্দকে প্রণাম ও শ্রদ্ধাঞ্জলি।

জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম

শ্রীঅরবিন্দের দেশপ্রেম ছিলো গভীর

বিশ্বজিৎ দাশগুপ্ত

শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের এক দার্শনিক,পথ প্রদর্শক যাঁর দেশপ্রেম ছিলো গভীর, কিন্তু বাহ্যিক নয়-- তিনি স্বাধীনতার মর্ম বোঝাতে চেয়েছেন হৃদয়ের গভীরতা থেকে। এখানে তাঁর কিছু বিখ্যাত উক্তি দেওয়া হলো যেগুলো ভারতের স্বাধীনতা, জাতি গঠন, আত্ম জাগরন ও আধ্যাত্মিক মুক্তি বিষয়ক ।

শ্রীঅরবিন্দের স্বাধীনতা বিষয়ক উক্তি ঃ

“রাজনৈতিক স্বাধীনতা একটি জাতির প্রাণবায়ু। ”

“আমাদের লক্ষ্য কেবল ইংরেজদের তাড়ানো নয়, বরং একটি স্বাধীন ও মহৎ ভারতের সৃষ্টি। ”

“ সত্যিকার স্বাধীনতা তখনই আসে, যখন আত্মা ভয়, দুর্বলতা বা অজ্ঞানতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়। ”

“ ভারত কখনো ধ্বংস হবে না। তাঁর আত্মা চিরন্তন, আর তাঁর মনোবল অদম্য”।

“স্বাধীনতা হল বিকাশের প্রথম শর্ত। স্বাধীনতা ছাড়া কোনো অগ্রগতি সম্ভব নয়। ”

“জাতীয়তাবাদ কেবল একটি রাজনৈতিক প্রোগ্রাম নয়, এটি এক ধরনের ধর্ম, যা ঈশ্বর-প্রদত্ত। ”

“একটি জাতির শক্তি অস্ত্রে নয়, তার মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে নিহিত। ”

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগ্রাম

পল্লব বিশ্বাস

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ছিলো এক দীর্ঘ, রক্তাক্ত ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম। এই আন্দোলনের প্রতিটি ধাপে ছিলেন অসংখ্য সাহসী পুরুষ ও নারী, যাঁদের আত্মত্যাগ আর সাহসিকতা আজও আমাদের পথ দেখায়। যাঁদের নাম স্বাধীনতার ইতিহাসে সবসময় স্মরণীয় ও অপরিহার্য ঃ

১) মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯--১৯৪৮) ঃ অহিংসা ও সত্যাগ্রহের পথ প্রদর্শক। তিনি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে গণআন্দোলনে পরিণত করেন। চম্পারন আন্দোলন,ডান্ডি মার্চ, কোয়িত ইন্ডিয়া আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে ইংরেজ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন।

২) নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭--১৯৪৫?) ঃ "তুমি আমায় রক্ত দাও, আমি তোমায় স্বাধীনতা দেবো।" এই বজ্রকণ্ঠ উচ্চারন করে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত সামরিক রুপ দেন। তাঁর বীরত্ব ভারতবাসীর চিরন্তন অনুপ্রেরনা।

৩) ভগৎ সিং (১৯০৭--১৯৩১) ঃ মাত্র ২৩ বছর বয়সে শহিদ। তিনি বুঝিয়ে দেন, স্বাধীনতা মানে শুধু রাজনৈতিক মুক্তি নয়, সমাজের শোষনমুক্তি। লালা লাজপত রায়ের হত্যার প্রতিশোধ, অ্যাসেম্বলি বোমা বিস্ফোরন--- সবটাই ছিল সংগঠিত প্রতিবাদের প্রতীক।

৪) রানি লক্ষীবাঈ (১৮২৮--১৮৫৮) ঃ ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহে ঝাঁসির রানির বীরত্ব আজও আমাদের মুখে মুখে। ' আমি আমার ঝাঁসি দেবো না'-- এই সাহসী ঘোষণা ছিলো নারীর শক্তির বিস্ফোরণ।

৫) বিপিন চন্দ্র পাল, লালা লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক --লাল-বাল-পালত্রয়ী

তাঁরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি গড়েন। তিলকের "স্বরাজ আমার জন্মসিদ্ধ অধিকার' শ্লোগান আজও ইতিহাসের অংশ।

৬) চন্দ্রশেখর আজাদ ঃ এক হাতে রিভলভার, অন্য হাতে আত্মবিশ্বাস--স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুকেও হাসিমুখে বরণ করেছিলেন। বলেছিলেন, " আমি আজাদ ছিলাম, আজাদ আছি, আজাদই মরবো। "

৭) সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ঃ স্বাধীনতার পরে ভারতকে একত্রিত করার মূল কারিগর। তবে স্বাধীনতা আন্দোলনেও তাঁর অসামান্য নেতৃত্ব ছিলো, বিশেষ করে বস্ত্রহীন কৃষকদের অধিকার আদায়ে।

৮) ডঃ বি আর আম্বেদকর ঃ যদিও তিনি সরাসরি বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, তবুও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে সংবিধানের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও সমতা নিশ্চিত করেন।

স্বাধীনতার ইতিহাস শুধুই কংগ্রেস বনাম বিপ্লবীদের ইতিহাস নয়, এটি নানা ধারার নানা মতের, নানা পথের সংগ্রামীদের ইতিহাস।

তাঁরা সবাই মিলে গড়েছেন আজকের স্বাধীন ভারত।

তাই আমাদের কর্তব্য-- তাঁদের স্মরণ করে, তাঁদের আদর্শে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

জয় হিন্দ, বন্দেমাতরম।

শ্রী অরবিন্দ ঘোষের জন্মদিন

বিপ্লব সরকার

১৫ আগস্ট শুধুমাত্র ভারতের স্বাধীনতা দিবস নয়, সেই দিনে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের জন্মদিনও। যা ভারতের ইতিহাসে এক গভীর তাৎপর্য বহন করে। এই দিনটি যেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং আধ্যাত্মিক চেতনার এক শুভ সংমিশ্রণ। শ্রী অরবিন্দ ঘোষের জন্ম ১৫ আগস্ট ১৮৭২, কলকাতায়। তাঁর প্রয়ান ১৯৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর, পুদুচেরিতে। তাঁর শিক্ষাগ্রহন ইংল্যান্ডের কিংস কলেজে, কেমব্রিজ।তিনি ইংরেজি ছাড়া বাংলা, সংস্কৃত, ফরাসি ভাষা জানতেন। বিপ্লবী, যোগী, দার্শনিক, কবি ও আধ্যাত্মিক গুরু হিসাবে তিনি পরিচিতি লাভ করেছেন। ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম মুখ। ১৯০৬ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত কলকাতায় বন্দেমাতরম পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র কলম চালিয়েছেন। তাঁর লেখা ভবানি মন্দির, নিউ ল্যাম্পস ফর ওল্ড প্রবন্ধ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বৌদ্ধিক ভিত গড়ে দেয়।

আলিপুর বোমা মামলায় তিনি জেলে কাটান এবং সেখান থেকেই তাঁর আধ্যাত্মিক রুপান্তর ঘটে। কারাগারে থাকার সময়ই তিনি যোগ সাধনার গভীর অভিজ্ঞতা লাভ করেন। পরে সবকিছু ছেড়ে চলে যান পুদুচেরি, শুরু হয় তাঁর নতুন জীবন-- আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও সাধনার।

শ্রী অরবিন্দ বলে গিয়েছেন, “ ম্যান ইজ এ ট্রানজিশানাল বিয়িং। ” তাঁর মতে, মানুষ পূর্ণতা পেতে পারে দিব্যজীবনের সাধনার মাধ্যমে। তিনি চেয়েছিলেন, মানব সভ্যতা ঈশ্বরের চেতনায় বিবর্তিত হোক। ১৯২৬ সালে তিনি পুদুচেরিতে প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম। তাঁর শিষ্যা দ্য মাদার (মিরা আলফাসা) আশ্রম পরিচালনার দায়িত্ব নেন এবং পরবর্তীকালে অরোভিল নগরীর সূচনা করেন।

১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস আবার ১৫ আগস্ট শ্রী অরবিন্দের জন্মদিন। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, “ ইট ইজ নট এ মিয়ার কোইনসিডেন্স দ্যাট ইন্ডিয়া ওয়াজ রিবর্ন অন দ্য সেম ডে অ্যাজ মাই ওন বার্থ ডে। ইট ইজ এ সিমবলিক ডিভাইন স্যাংশন। ”

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ শুধুমাত্র একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী নন, তিনি ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক। যাঁর চিন্তাধারা আজও বিশ্বের মননে প্রভাব ফেলে চলেছে।

শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন শুধু স্মরণ নয়, এক প্রয়োজন

বিশ্বজিৎ সাহা

এখন চলছে ২০২৫ সাল। এখন ভারত স্বাধীন হলেও চারদিকে হানাহানি, বিভাজন, স্বার্থের সংঘাত চলছে।এই সময় আমাদের ১৫ আগস্ট শুধু শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন স্মরন নয়, এক প্রয়োজন। এই সময় শুধু বন্দে মাতরম নয়, বন্দে মানবতা বলেই তাঁকে স্মরণ করুন। তিনি শুধু দেশের জন্য লড়েননি, বলেছিলেন,“ দেশপ্রেম হল ঈশ্বরপ্রেমের এক রুপ”। দেশ প্রেম যেন হিংসা নয়, যেন অহিংস শক্তি হয়ে ওঠে।

“ অল লাইফ ইজ যোগা” বলতেন শ্রীঅরবিন্দ। আজকের দিনে শ্রীঅরবিন্দ আমাদের মনে করিয়ে দেন, ব্যক্তিগত শান্তি ছাড়া সমাজে স্থায়ী শান্তি আসে না। “দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ইজ মুভিং টুওয়ার্ড এ ইউনিটি--হাউইভার পেইনফুল দ্যাট মুভমেন্ট মে বি।” বলেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। আজকের দিনে ধর্ম, ভাষা, রাজনীতি বা জাতপাতের নামে যেখানেই বিভাজন--শ্রীঅরবিন্দ আমাদের শেখান,“ ঐক্যের ভিতরেই ভবিষ্যৎ, সংঘর্ষে নয়। ”

দিব্য বিবর্তনের দর্শন ঃ শ্রী অরবিন্দ বলতেন, “ ম্যান ইজ এ ট্রানজিশনাল বিয়িং। হি ইজ নট ফাইনাল। ”অর্থাৎ মানুষ উন্নত হতে পারে, উন্নত হতেই হবে। আজকের হতাশ সময়ে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গীই নতুন আশার আলো দেখায়।

আত্মজাগরন ও আত্মশক্তির উদ্বোধন ঃ শ্রীঅরবিন্দ বলতেন,“ দ্য ফার্স্ট প্রিন্সিপাল অফ ট্রু টিচিং ইজ দ্যাট নাথিং ক্যান বি টট।” অর্থাৎ শিক্ষা নয় চাপিয়ে দেওয়া, জ্ঞান আসুক অন্তর থেকে। তাঁর এই দর্শন আজকের বিভ্রান্ত প্রজন্মের জন্য পথপ্রদর্শক।

লাইফ ডিভাইন--মানুষকে ঈশ্বরীয় জীবনে রুপান্তরিত করা ঃ তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন--মানবজীবন কেবল দুঃখ, সংগ্রাম বা মৃত্যুর জন্য নয়, বরং আলোকপ্রাপ্তির জন্য। তাই আজকের হানাহানি থেকে মুক্তি চাইলে চাই আত্মবিকাশের পথ।

“লেট আস নট জাস্ট সেলিব্রেট ইন্ডিডেপেন্স, লেট আস ইভলভ টুয়ার্ডস ইনার ফ্রিডম”-- দ্যাট ইজ দ্য মেসেজ অফ শ্রী অরবিন্দ।

১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস আবার ১৫ আগস্ট মহান আত্মা শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন। শ্রীঅরবিন্দের জীবন বলেছিল, হিংসা দিয়ে নয়, আত্মজাগরন দিয়েই আসবে প্রকৃত মুক্তি। আজ যখন আমরা হানাহানির মধ্যে ক্লান্ত,তখন তাঁর কণ্ঠস্বর যেন ফের শোনা যায়, “ উন্নত হও, বৃহত্তর হও, ঐক্যের পথে এগিয়ে চলো-- মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করো। ”

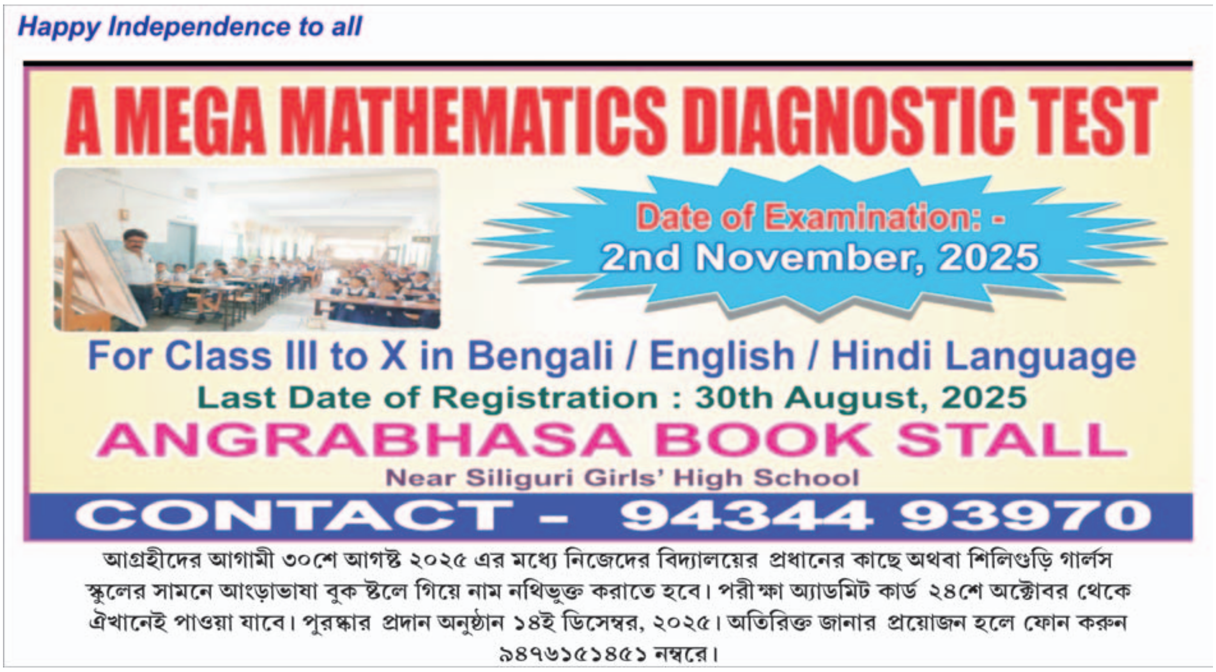

ইতিহাসের আলোয় আগস্ট

১ আগস্ট ঃ লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের মৃত্যু (১৯২০) ঃ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম অগ্রদূত, ''স্বরাজ আমার জন্মসিদ্ধ অধিকার ' এই শ্লোগানের প্রবর্তক তিনি।১৯২০ সালের এই দিনে নন-কোঅপারেশন আন্দোলন শুরু হয়। গণতন্ত্র এবং বয়কট আন্দোলনের সূচনা হয়। তাছাড়া ১৬৭২ সালে ইংল্যান্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ইংরেজ আইন ভারতে প্রথম ভারতে চালু হয়।

৫ই আগস্ট ঃ ১৯৯১ সালে লেইলা সেথ হলেন ভারতের প্রথম মহিলা রাজ্য হাইকোর্ট প্রধান বিচারপতি। ২০১৯ সালের এই দিনে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ধারা ৩৭০ প্রত্যাহার করা হয়। ২০২১ সালের এই দিনে টোকিও অলিম্পিকসে ভারতীয় পুরুষ হকি দল ব্রোঞ্জ জেতে।

৭ আগস্ট ঃ জাতীয় হাতকাটা দিবস ঃ ১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের শুরু হয়। এটি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মক গণআন্দোলন। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের সূচনাও হয় এই দিনে। ভারতের জাতীয় হ্যান্ডলুম দিবস পালন করা হয় এই দিনে। হস্তচালিত চিরুনি-বস্ত্র শিল্পকে সন্মান জানানো হয় এই দিনে।

৮ আগস্ট ঃ '' ভারত ছাড়ো আন্দোলন'' এর আনুষ্ঠানিক আহ্বান (১৯৪২) ঃ মুম্বাইরে গওলিয়া ট্যাঙ্ক ময়দানে গান্ধীজি ডু অর ডাই শ্লোগান দেন।

৯ আগস্ট ঃ অরুনা আসাফ আলীর নেতৃত্বে ট্রাইকালার উত্তোলন (১৯৪২) ঃ গান্ধীজির গ্রেফতারের পরে তিনি ভারত ছাড়ো আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।

সকলকে স্বাধীনতা দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি

এখানে চার বছর বয়স থেকে গান শেখানো হয়। গলার শব্দ কিভাবে বাড়বে, শব্দ উচ্চারন ও মনসংযোগ বাড়ানোর ট্রেনিং দেওয়া হয় এখানে। এছাড়া সারা বছর ধরে নানারকম অনুষ্ঠানের সুযোগ ও সুবন্দোবস্ত আছে। সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত

যোগাযোগ ঃ অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।
মোবাইল --- ৮৯১৮৩৩৮৮৬৭/৯৭৩৩২৮৪৬৭৮

১১ আগস্ট ঃ ক্ষুদিরাম বসুর শহিদ দিবস (১৯০৮) ঃ মাত্র ১৮ বছর বয়সে ভারতের সর্বকনিষ্ঠ শহিদদের একজন,তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন। তার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ ওঠে। এই দিনে বিপ্লবী ক্ষুদিরামকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। ১১ আগস্ট দিনটি কেবল পশ্চিমবঙ্গ নয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ত্যাগের প্রতীক। ক্ষুদিরামের হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে ওঠার দৃশ্য বিপ্লবী চেতনার জাগরণ ঘটায়।

অপরদিকে ১১ আগস্ট ইংরেজ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের এক ঐতিহাসিক দিন।

১৪ আগস্ট ঃ পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস ১৯৪৭। ভারত বিভাজনের পর পাকিস্তান আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

১৫ আগস্ট ঃ ভারতের স্বাধীনতা দিবস ১৯৪৭। ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এই দিনে। এই দিনে পন্ডিত জওহরলাল নেহরু দিল্লির লালকেল্লা থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষন দেন।

১৮ আগস্ট ঃনেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর বিমানের দুর্ঘটনার দিন ১৯৪৫। তাইহোকুতে সেই সময়কার তাইওয়ান বিমান দুর্ঘটনার খবর আসে-- যদিও মৃত্যর সত্যতা নিয়ে আজও বিতর্ক আছে।

২০ আগস্ট ঃভারতের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্ম ১৯৪৪ সালে, তিনি ভারতে তথ্য প্রযুক্তি বিপ্লবের অগ্রদূত।

২২ আগস্ট ঃ ১৯৪৩ সালের এই দিনে কলকাতার হাওড়া ব্রিজ উদ্বোধন হয় ।এই ব্রিজ কলকাতার গর্ব ও স্থাপত্য বিস্ময়।

২৮ আগস্ট ঃ অ্যাডভোকেট শরৎচন্দ্র বসুর জন্ম, ১৮৮৯ সালে। তিনি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ভাই, একজন প্রখ্যাত আইনজীবী ও রাজনীতিক।

৩০ আগস্ট ঃ বিশিষ্ট বাংলা নাট্যকার ও সাহিত্যিক ভবভূতি ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯২১ সালে।

সকলকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা
সকলকে শিক্ষক দিবসের আগাম শুভেচ্ছা
পূবালি সেনগুপ্ত স্মৃতি সংস্থা
ভবিষ্যতে দুঃস্থদের জন্য বিনামূল্যে আইনি
পরিষেবা শুরুর চিন্তাভাবনায়
পূবালি সেনগুপ্ত স্মৃতি সংস্থা
শীঘ্রই আবারও শুরু হতে চলেছে
পূবালি সেনগুপ্ত স্মৃতি সংস্থার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড
শিলিগুড়ি

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা

(দ্বিতীয় অধ্যায় --২৬)

'বেটা সাধনা তো ম্যায় সিদ্ধি প্রাপ্তিকে লিয়ে করতা হুঁ ফির কিঁউ লগে হুঁয়ে হ্যায়।' মেরি সাধন সির্ফ উনকে সাথ জুড়ে রহেনেকে লিয়ে। যবতক সাধনা হ্যায় তবতক ইয়হ শরীর চলেগি। যিসদিন সাধনা রুক যায়েগী, সাঁস ভি রুক যায়গী। শরীর পঞ্চভুত সে বনী হ্যায় হ্যায় ফির উসী পঞ্চভুতমে লীন হো যায়গী। গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে বললেন-- যবতক ইয়হ জলকি ধারা বঁহেগি তবতক গঙ্গা রহেগি। বেটা কর্মকে লিয়ে শরীর হ্যায়, শরীরকে লিয়ে কর্ম নহি। কর্ম এক অমর মাধ্যম হ্যায়। ইয়হ কর্ম হি সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকো এক নিয়ম সে নিয়ন্ত্রিত কর রহা হ্যায়। কর্ম রুক জানে সে ইয়হ সৃষ্টি , ইয়হ ব্রহ্মান্ড লুপ্ত হো যায়গী। ' কথাগুলো কিছুদিন পূর্বে ঋষিকেশের এই গঙ্গার ধারে এক সাধু মহারাজ বলেছিলেন।---মুসাফীর)

(গত সংখ্যার পর)

রাস্তার ধারের দুটি লাইট বাগানে জ্বালানো রয়েছে তবুও ঘন কুয়াশার জন্য প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কোনরকমে একটা চেয়ার খুঁজে নিয়ে অভ্র নিজের ক্লান্ত-ভারাক্রান্ত শরীরটাকে ফেলে দিল। এখনো ভেতরের কষ্টটা ভিষন চাপ হয়ে বুকের মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা দিচ্ছে। একটু পরেই আপাদমস্তক চাদর দিয়ে ঢাকা ও হাতে আরেকটা গরম চাদর নিয়ে অনুরাধা আমার পাশে এসে বসলো। অভ্রকে ছাদের দিকে উঠতে দেখেছিলো। এই অসময়ে ছাদের বাগানে যেতে দেখে অনুমান করেছিলো একটা বড় কিছু ঘটেছে। অভ্রকে চাদর দিয়ে ভালভাবে ঢেকে দিলো। কিছুক্ষন নিঃশব্দে থাকার পর খুব মোলায়েম স্বরে জিজ্ঞেস করলো-- কি হয়েছে, আমাকে সবটা খুলে বল। মনে হয় অভ্র এই মুহূর্তের অপেক্ষাতেই ছিল, কোন কথা না বলে দুই হাত দিয়ে অনুরাধাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে আরম্ভ করলো। কান্না থামার পর অভ্র একটু শান্ত হতেই অনুরাধা বললো সব খুলে বল। মঙ্গলামাসীর মাঠে ও পরের সমস্ত ঘটনা শোনার পর অনুরাধা শিউড়ে উঠে তার দুই হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করলো। তুমি সব জেনেশুনে ওখানে গেলে কেন, স্বয়ং ঈশ্বর আজ রক্ষা করেছেন, তাছাড়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস ফুলদি তোমাকে সবসময় রক্ষা করছেন। অভ্র বললো- দেখ তুমি তো জান আমার ভয়-ডর নেই তবে অশরীরিদের অস্তিত্বে কোন অবিশ্বাস নেই। আমি যে কোন পরিস্থিতিতে লড়তে পারি। প্রসঙ্গটা একটু পাল্টানোর জন্য অনুরাধা বললো, দ্যাখো তুমি আমার থেকে মাত্র চার বছরের ছোট। কত বড় শহরে থেকে কত ভালো রেজাল্ট করলে। কত মানুষের সংস্পর্শে এসেছো,তবুও এটা খুব সত্য মা এবং বাবার জায়গাটা এখনো ফাঁকাই আছে। মা ও বাবার জায়গা কখনো কেউ নিতে পারে না, কিন্তু তাবলে সময়তো থেমে নেই এবং সময়ের সাথে তোমাকে মানিয়ে নিতে হবে। আমাকেই দ্যাখো না। তোমার মৌসাজী আমার থেকে পনেরো বছরের বড় ছিলো।আমরা মাত্র ছ বছর সংসার করেছি, কোন সন্তান হয়নি সেটা আমারই সন্তান ধারনের অক্ষমতার জন্য। (ক্রমশঃ)

সকলকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা

উৎসব উপহারে - নিত্য প্রয়োজনে

M. 9732480258
9735321269

কোনি ড্রেসেস

প্রোঃ বাবলি পাল

সুটিং-সার্টিং, ছাপা শাড়ি, ফ্যান্সি শাড়ি, তাঁত শাড়ি, চুড়িদার নাইটি, টি-শার্ট, জিনস প্যান্ট, রেডিমেড পোষাক, ধুতি, লুঙ্গি বিক্রেতা

ফুলবাগান,
পোঃ তালগাছি,
পিন - ৭৪২১৪৯
SBCO ইট ভাটার সামনে,
মুর্শিদাবাদ

শিলিগুড়ি তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়াল সোসাইটি

সুধী,

'দাও ফিরিয়ে সেই অরণ্য, লহ এ নগর' , অরন্য দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে মানুষের কুঠারের আঘাতে। মানুষের আত্মঘাতী কর্মের বিরুদ্ধে আমরা শিলিগুড়ি তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়াল সোসাইটি অরন্য উৎসবের মাধ্যমে বিভিন্ন ফলের গাছ রোপন ও রক্ষনাবেক্ষনের উদ্যোগ নিয়েছি। আপনাদের সহযোগিতা ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহন আমাদের এই সূচনাকে প্রকৃতির পক্ষে এক মহোৎসবে পরিনত করতে চলেছে। আমাদের লক্ষ্য এক হাজারটি বৃক্ষরোপন করা বিশেষ করে বিভিন্ন ফলের গাছ। আগামী তিন বছর রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্বভার গ্রহন করা। দুধাজোত এলাকার ৫০ জন গ্রামবাসীর অংশগ্রহনের মাধ্যমে সংগ্রহ করা গাছগুলো এলাকাবাসীদের বাড়িতে, স্থানীয় স্কুল ও খেলার মাঠে রোপন করা হবে। এছাড়াও রক্ষনাবেক্ষনের জন্য জিও ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে ও প্রতি তিন মাস অন্তর স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে সার্ভে করা হবে। সকল জনসাধারণের প্রতি বিনীত আবেদন, গাছ অথবা অর্থ ডোনেশন করুন। একটি গাছের জন্য মোট ২০০ টাকা খরচ হবে। চারা, সার, ঘেরা, রক্ষা করা সকল কিছু মিলিয়ে ২০০ টাকা প্রতি গাছ।

এই প্রজেক্টের জন্য মোট খরচ আনুমানিক দুলক্ষ টাকা। আমরা জানি, বিন্দু বিন্দু দিয়ে সিন্ধু হয়। তাই আপনাদের এই ছোট ছোট দান আগামী সমাজে এক দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলবে। আসুন, আগামী পৃথিবীকে সবুজে সবুজে ভরিয়ে দিতে সকলে মিলে শপথ গ্রহন করি। এই বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি , নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

1000 Tree Plantation by Siliguri Terai Educational Welfare Society
Www.slgttc.com,Www.stewsindia.com
Facebook : Siliguri Tarai Educational welfare society
Society Registration No. S0185236
80G and 12A registered organization
A/C name : SILIGURI TARAI EDUCATIONAL WELFARE SOCIETY

Branch : BAGDOGRA BRANCH
A/C no : 255001000911
Cust id : 597160334
IFSC code : ICIC0002550
Village :Dudhajote
p.o Thanjhora Bagan
P.S : Kharibari , Dist ; Darjeeling

Pin : 754427
Mobile: 7586909494/9932367700

ধন্যবাদান্তে

পুস্পজিৎ সরকার
সম্পাদক
শিলিগুড়ি তরাই এডুকেশনাল
ওয়েলফেয়ার সোসাইটি

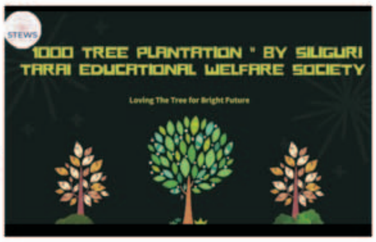

খবরের ঘন্টা

আষাঢ় শ্রাবণ মানে না যে মন

সুশ্বেতা বোস

আষাঢ়, শ্রাবণ বর্ষাকাল। বিধ্বংসী হলেও বড় সুন্দরী মাস। এ সময় প্রকৃতির কোনো কিছুই জোর করে ভাসাতে হয় না, সব কিছু আপনি ভাসে। ভাসে প্রাকৃতিক জলোচ্ছ্বাসের প্রভাবে নদী--সমুদ্রের দুকূল, ভেসে যায় আপনজন, গরু-ছাগল-ঘর-বাড়ি আরো কতকিছু। নানান অঘটনে মানুষের মনের আঙ্গিনা ভাসে কারণে-অকারণে। উদাসীন হয় মন।

এছাড়াও হিন্দু শাস্ত্রে বর্ণিত এই আষাঢ় মাসেরই ৭ তারিখে মৃগশিরা নক্ষত্রের তিনটি পদ শেষ হলে পৃথিবী বা ধরিত্রী মা রজঃস্বলা হন। চলে ১১ আষাঢ় পর্যন্ত। এটি আসামের কামাখ্যা মন্দিরের অম্বুবাচী উৎসব বলে চিরখ্যাত এবং এ সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে চলে সনাতন হিন্দু ধর্মের বাৎসরিক তান্ত্রিক উৎসব।

আষাঢ়ী পূর্ণিমায় আসে গুরু পূর্ণিমার মতো মহান হিন্দু উৎসব। ১৮শ পুরাণ শাস্ত্রের এবং শ্রীমদ ভাগবতের রচয়িতা মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের জন্মতিথিকেই সনাতন ধর্মে গুরু পূর্ণিমার তিথি হিসেবে মানা হয়ে থাকে এবং ওই দিনেই পিতামাতা ও জীবনের সকল আঙ্গিকের শিক্ষকগণকে গুরু জ্ঞানে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

এছাড়াও শ্রাবণ মাসে অনেকেই পুত্র সন্তানের জন্য ওজোপান তথা কাজরী পূর্ণিমার ব্রত পালন করেন। শ্রাবণ মাসে গুজরাটে পবিত্র পোনা নামেও একটি উৎসব পালন করা হয়। এই ঝড়,বৃষ্টি, বন্যায় মানুষ অনেক অসুবিধায় থাকলেও প্রকৃতির ঘন সবুজের দাপটে এবং মেঘের ঘনঘটায় এক আলাদাই উন্মাদনা থাকে। শ্রাবণ মাস সবুজের মাস, আনন্দের মাস। বৃষ্টিস্নাত দিনে প্রকৃতির রুপ রস উপভোগ করবার মতো। এই সময়ে নানান ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানও পালিত হয়। এছাড়াও ১৫ই আগস্ট দিনটি শ্রাবণ মাসেরই একটি দিন।

স্বাধীনতা দিবস ২০২৫

বিনয় চক্রবর্তী

১৫ আগস্ট২০২৫। ভারতের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস। এই দিনে আমরা মাথা উঁচু করে পাই--‘‘সারে জাঁহা সে আচ্ছা হিন্দোস্তাঁ হামরা। ”।

আর স্বাধীনতা মানে শুধু একটি তারিখ নয়, কেবল একটি উৎসব নয়। স্বাধীনতা মানে আত্মত্যাগের দীর্ঘ ইতিহাস, রক্তমাখা সংগ্রামের পর।

মনে পড়ছে হাজারো শহিদের মুখ--ভগৎ সিং, ক্ষুদিরাম , নেতাজি , রানি লক্ষাবাঈ, গাঁধীজি-- আরও কত নাম জানা নায়কের।

৭৮ বছর আগে ১৫ আগস্টের দিনে আমাদের জাতীয় পতাকা প্রথমবারের মতো স্বাধীন ভারতের আকাশে উড়েছিলো। এখন সেই পতাকা উড়ছে স্কুলের ছাদে, সরকারি ভবনে, আর আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায়।

এই স্বাধীনতা শুধু রাজনৈতিক নয়, সামাজিক , অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বরুপেও আমরা এগিয়ে চলেছি।

দেশ আজ চাঁদে পা রাখে, অলিম্পিকে সোনা আনে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশ্বে সন্মান পায়। তবুও কিছু প্রশ্ন থেকে যায়।

আজও আমাদের লড়াই-- দারিদ্র্য, দুর্নীতি, নারী নির্যাতন, পরিবেশ দূষনের বিরুদ্ধে। আজও আমরা স্বাধীনতার মানে খুঁজি-- সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারলেই হয়তো তার অর্থ খুঁজে পাবো।

আজ আমরা কৃতজ্ঞ-- সেই সমস্ত সৈনিকদের কাছে যাঁরা সীমান্তে দাঁড়িয়ে আমাদের রক্ষা করেন।

আজ আমরা কুর্নিশ জানাই-- সেই সমস্ত সাধারণ নাগরিকদের, যারা নীরবে দেশের সেবা করেন প্রতিদিন।

আজ আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ--জাতির উন্নতির জন্য কাজ করবো, বিভাজন নয়, ঐক্যের পথে হাঁটবো।

১৫ আগস্ট ২০২৫--

চলুন সবাই মিলে আবার একবার গাই, ‘‘ বিজয়ী বিশ্ব তিরঙ্গা প্যারা, ঝান্ডা উঁচা রহে হামারা। ”

এই বিশেষ দিনে দেশবাসীকে স্বাধীনতা দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন-- জয় হিন্দ।

স্বাধীনতা দিবস ২০২৫-- আমাদের অহঙ্কার, আমাদের অঙ্গীকার

বিশ্বজিৎ সাহা

১৫ আগস্ট। ভারতের স্বাধীনতা দিবসের এবার ৭৮তম বর্ষ। এই দিন কেবল একটি দিন নয়, এটি আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের আত্মপরিচয়ের প্রতীক।

স্বাধীনতা এসেছে সহজে নয়। শহিদের রক্ত, বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ, মায়েদের অশ্রু আর লাখো মানুষের দীর্ঘ লড়াইয়ের ফল এই স্বাধীনতা।

আজ আমরা যাঁরা স্বাধীন বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পারি, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

স্বাধীনতার এই দিনে আমাদের শুধু পতাকা উত্তোলন নয়-- আমাদের উচিত সেই পতাকার মর্যাদা রক্ষা করা।হিংসা নয়,হানাহানি নয়-- চাই ঐক্য, সহমর্মিতা, উন্নয়ন আর মানবিকতা।

এই স্বাধীনতা দিবসে আসুন আমরা সবাই একসঙ্গে প্রতিজ্ঞা করি--

১)দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার, ২)নারী, শিশু ও প্রান্তিক মানুষের সম্মান রক্ষা করবো, ৩)পরিবেশকে ভালোবাসবো, ৪) দেশের জন্য কিছু করবো-- ছোট হলেও।

তিন রঙের পতাকায় শুধু রঙ নয়-- আছে ইতিহাস, আছে বিসর্জন , আর আছে আমাদের আগামী।

তাই চলুন, এই স্বাধীনতা দিবসে আমরা শুধু গর্বিত নয়, আমরা দায়বদ্ধও হই।

জয় হিন্দ, বন্দেমাতরম।

ভারতের জাতীয় পতাকা

শুভেন্দু পাল

ভারতের জাতীয় পতাকা শুধুমাত্র একটি কাপড়ের টুকরো নয়, এটি একটি চেতনাবোধ। এক পতাকার তলে দাঁড়িয়ে আছে কোটি কোটি মানুষ --ভাষা, ধর্ম , জাতি ভেদে আলাদা, কিন্তু পরিচয়ে এক ভারতীয়।

ভারতের জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলন করেন পিংগলি ভেঙ্কাইয়া। বহু আলোচনার পর ১৯৪৭ সালের ২২জুলাই , স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঠিক আগে , ভারতীয় গণপরিষদ এই তিরঙ্গাকে ভারতের জাতীয় পতাকা হিসেবে অনুমোদন করে।

স্বাধীনতার দিন, ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ এ , এটি প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে উড়েছিলো।

তিনটি রঙের অর্থ-- ১) গেরুয়া(উপরে)-- সাহস, আত্মত্যাগ ও শক্তির প্রতীক, ২) সাদা (মাঝখানে)--সত্য, শান্তি ও স্বচ্ছতার প্রতীক। ৩) সবুজ(নিচে)-- সমৃদ্ধি, কৃষি ও বিশ্বাসের প্রতীক।

অশোক চক্র ঃ সাদা অংশের মাঝখানে আছে নীল রঙের ২৪টি কাঁটার অশোক চক্র। এটি সত্য ও ন্যায়ের চিরস্থায়ী গতিশীলতার প্রতীক। এই চক্রটি নেওয়া হয়েছে সম্রাট অশোকের সারনাথের সিংহস্তম্ভ থেকে।

পতাকার নিয়মাবলী ঃ পতাকার অনুপাত ৩ঃ২। কোনও ধর্মীয় বা রাজনৈতিক প্রতীক এতে ব্যবহার করা যায় না। পতাকার অসম্মান আইনত দন্ডনীয়।

এক পতাকা, এক আবেগ ঃ এই পতাকা আমাদের স্মরন করিয়ে দেয় হাজার হাজার শহিদের আত্মত্যাগ , আমাদের ঐক্য এবং দায়িত্বের কথা। প্রতিবার যখন জাতীয় পতাকা উড়তে দেখি, মনে হয়-- আমরা কেবল ভারতবাসী নই, আমরা ভারতের উত্তরাধিকারী।

দেশের শ্রেষ্ঠত্ব নষ্ট হতে খুব বেশি সময় লাগবে না

কবি চন্দ্রচূড় (নির্মলেন্দু দাস)

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছড়া রুপে কবিতাখানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় কবিতাটি সংগ্রামীদের অনুপ্রেরনা জুগিয়েছিলো। আসলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হরন হয়েছিল শক হুন মোগল ইংরেজদের অনেক আগে। এদের অমানুষিক নির্যাতনের ফলে তদানীন্তন কালের মানুষের রক্তের রং কালো হয়েছিল। অত্যন্ত সহজ সরল মানুষগুলো স্বাধীনতার কোনো মানে বুঝতেন না বা এই নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। কারণ প্রয়োজন ছিলো না। কৃষি বা অন্যান্য সামাজিক কাজ করে চলে যেত প্রতিটি সংসার। রাজ রাজাদের মতো চাহিদা ছিলো না। চাহিদা থেকে এসেছে আকাঙ্খা, রাজাদের মধ্যে থাকা অতি আকাঙ্খা যুদ্ধের রুপ নিয়েছে। বিশৃঙ্খলা এসেছে দেশে। অন্যদিকে বিদেশি অত্যাচারীদের কাছে হার স্বীকার করেছিল সমাজের সাধারণ মানুষ। এভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে নালন্দার মতো গুরুত্বপূর্ণ তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য সৌধ ইত্যাদি। প্রাচীন ভারতে মগধ তথা আজ বিহার রাজ্যে নালন্দার অবস্থান। এখানে পড়তে আসতেন দেশবিদেশ থেকে অনেক ছাত্র। শিক্ষকগণ ছিলেন এক একজন জ্ঞানের প্রাচুর্যের অধিকারী। ছাত্রদের মানতে হতো কঠিন সংযম ও নিয়মাবলী। শিক্ষার বাইরে তাদেরকে হতে হতো চরিত্রবান। শিক্ষক ও বড়দের সম্মান করা, শ্রদ্ধা ভক্তির আতর জল দিয়ে নিজেকে শুদ্ধ রাখার চেষ্টা করতেন, ছিলো হোম যজ্ঞ পূজাপাঠও। এই সেই ভারতবর্ষ যার পরতে পরতে ছিলো প্রেমের গৌরবময় ঐতিহ্য। শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দের মতো মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল এই দেশে। সরলতার পাটাতন গড়ল , হয়েছিল বিদেশি আক্রমনে। আজও তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় দেশের অভ্যন্তরে এদিকে ওদিকে। ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক নষ্ট হয়েছে। মনুষ্যত্ববোধ দেহের বিকল যন্ত্রাংশের মতো অকাজের কাজ করে ব্যথা উৎপন্ন করছে যেখানে কোন স্নেহ মায়া মমতা নেই। বখতিয়ার খিলজির তত্বাবধানে থাকা তুর্কিরা জ্বালিয়ে দিয়েছিল সুবিদ্যা ধারক নালন্দার মতো গৌরবময় মহাবিদ্যালয়। পরাধীন হয়েছিল সবাই। বিনা কারনে হত্যা করেছিল শত শত ছাত্র শিক্ষক। চিন থেকে আসা চৈনিক পরিব্রাজক মহাজ্ঞানী হিউয়েন সাং। ওনার রচিত গ্রন্থ থেকে এই সব তথ্য পাওয়া যায়। তখন এই দেশ ও পাশ্ববর্তী দেশের মধ্যে কাঁটা তারের ব্যবস্থা ছিলো না। যতটা সম্ভব মনে হয় তখন থেকেই ভারতবর্ষ পরাধীন হতে শুরু করেছিল। কিন্তু আমরা জানি ভারতবর্ষ পরাধীন হয়েছে ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পর থেকে। ইংরেজগণ গণহত্যা,লুঠপাট, অত্যাচার, ধর্ষন কি না করেছে? শান্তির দেশে অশান্তির ঝড় তুলে পরাধীনতার শৃঙ্খলে বেঁধে ছিলো ওরা। হাজার হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রাণ দিয়েছিলেন দেশের জন্য।আজও স্বাধীন ভারতবর্ষে চলছে নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম। এ লড়াই রাজনৈতিক দলসমূহের ,কে দেশ শাসন করবে। এই বিষক্রিয়ায় মানুষের মন তিক্ত বিরক্ত হয়েছে এবং মানবতাবোধ, নৈতিকতা, শ্রদ্ধা ভক্তি স্নেহ মায়া মমতা সবকিছুর অবনতি হয়েছে। দেশ রক্ষা করতে গেলে যেমন নিজ দেশের সীমানার প্রতি নজর রাখতে হবে, তেমনি মানবিক অবস্থাকে উন্নত করতে হবে শিশু বয়স থেকে। এমন না হলে দেশের শ্রেষ্ঠত্ব নষ্ট হতে বেশি সময় লাগবে না।

লোক তন্ত্রের লোক তান্ত্রিক পদ্ধতি

অশোক রায় (পন্ডিচেরী)

রাজতন্ত্র, গণসঙ্ঘ, গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, সাম্যবাদ বা সাম্যতন্ত্র !পৃথিবীর ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে প্রতিটি তন্ত্রের মাইনাস পয়েন্টই বেশি। ক্ষমতার অপব্যবহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সাধারণ মানুষ (প্রজা) করের বোঝায় নিপীড়িত যেমন রাজার শাসনে ছিলো এখনো গণতন্ত্র নামক শাসন ব্যবস্থায় তাই চলছে। আগে শুধু রাজা ছিলো এখনো রাজা রয়েছে, শুধু ভোল পাল্টেছে। রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী ইত্যাদি। এদের লাইফ স্টাইল দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। দেখলে মনে হয় পুকুরের মাছ সাগরে এসে পড়েছে। তাই যথেচ্ছ জলের (অর্থ এবং ক্ষমতা) অপব্যবহার চলছে। সাধারণ মানুষ তাদের অসন্তুষ্টি প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ভোটের সময় প্রকাশ করার (??) সুযোগ পায়। অনেকে আবার পায়ও না, কারণ তাদের অনেকে পরলোক(?) গমন করে। বিরোধীরা অনেক মিটিং, মিছিল , অনশন ইত্যাদি করে, যার মূলে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কৌশল। দিন আনা দিন খাওয়া সাধারণ মানুষের এতো সময় কোথায় যে পলিটিক্যাল পার্টিদের কৌশল নিয়ে ভাববে ! আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র, ইংরেজদের শোষন এবং শাসন হতে মুক্ত এটাই অনেক। চাঁদে মানুষ পাঠাচ্ছি , মঙ্গল গ্রহে প্রাণের সন্ধান অনুসন্ধান করা হচ্ছে, মুক্ত কণ্ঠে রাম নাম করছি (যদিও রাম নাম সত্য হ্যায় এটা শব যাত্রীরা শব বহনের সময় অনেকটা ভয়েই বলে) এতেই খুশি। যারা কৃষক তারা পেট ভরে খেতে পেলো কিনা, দিনমজুর সারাদিন ঘাম ঝরিয়ে দিনের শেষে যা রোজগার হলো তা দিয়ে সে এবং তার পরিবারের মুখে অন্ন জুটলো কিনা ! এইসব বিষয়গুলো বিভিন্ন মঞ্চে পলিটিক্যাল নেতারা কুম্ভীরাশ্রু ঝরিয়ে, নাটকের , সিনেমার অভিনেতার মতো অভিনয় করে বক্তৃতা দিয়ে যায়। মজার বিষয় হলো যে বলছে এবং যারা শুনছে উভয়েই জানে ঃ মিথ্যা দিয়ে স্বপ্নের জাল বুনা হচ্ছে। যা এতক্ষন লিখলাম তা নতুন কিছু নয় আমরা সবাই জানি। এবার একটি উপায় বলুন অথবা পথ বলুন সে কথা বলার চেষ্টা করছি। ''লোকতন্ত্র'' শব্দটার সাথে আমরা পরিচিত। কিন্তু এর প্রয়োগের সাথে সঠিকভাবে পরিচিত নই। একটা ছবি আঁকছি। লোকতন্ত্রের লোকতান্ত্রিক পদ্ধতি ঃ প্রতিটি নির্বাচনে একটা বিরাট অঙ্কের টাকা ব্যয় হয় সেটা আমরা সবাই জানি। যেহেতু আমাদের পকেট থেকে ডাইরেক্টলি কিছু যায় না তাই আমরা এটা নিয়ে মাথা ঘামাই না। নির্বাচন কমিশন সরকারি প্রতিষ্ঠান। ব্যয় ট্যাক্সের টাকা থেকেই হয়। অর্থাৎ জনগণের টাকা। সরকার কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নয়। সরকারি কোষাগারের নিজস্ব কোনো মূলধন নেই যা আছে তা জনগণের । সুতরাং এমন একটি নির্বাচনী ব্যবস্থা হওয়া উচিত যাতে ব্যয় সঙ্কোচ করা যায়। নির্বাচন প্রধান আধিকারিক একজন নয় তিনজন থাকবে। রিটায়ারড সুপ্রীম কোর্টের বিচারক , কোনো প্রতিষ্ঠত ইউনিভার্সিটির স্ট্যাট্রিজিক ম্যানেজমেন্টের প্রফেসর ও রাষ্ট্রনীতির অধ্যাপককে যিনি নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুনামের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত এরকম তিনজন বা প্রয়োজনে আরও কয়েকজনকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে। লোকসভা এবং বিধানসভার নির্বাচন একসাথেই করতে হবে এতে অনেক খরচ কমবে। এবার আসা যাক পলিটিক্যাল পার্টিদের বিষয়ে। রাষ্ট্রীয় স্তরে দুটি দল বা গোষ্ঠী থাকা দরকার, যেমন ইউ পি এ, এন ডি এ ইত্যাদি। কোনো রাজ্য স্তরের পলিটিক্যাল পার্টি যদি রাষ্ট্রীয় গোষ্ঠী ভুক্ত হতে চায় তাহলে তাদের সমস্ত রাজ্যের রাজধানীতে একটা মিনিমাম ভোট পেতে হবে তবেই রাষ্ট্রীয় স্তরে যোগ দেবার যোগ্যতা লাভ করবে। নির্বাচন কমিশন নির্ধারন করব নির্বাচনী ব্যয়। বিধানসভাতেও উভয় রাষ্ট্রীয় গোষ্ঠীরা নিজেদের পছন্দ মতো ক্যান্ডিডেট নির্বাচন করতে পারে।

দুটি রাষ্ট্রীয় গোষ্ঠীকেই প্রধান মন্ত্রী (প্রধান মন্ত্রীর পদ অবলুপ্তি ঘটিয়ে বরং রাষ্ট্রপ্রধান পদের সৃষ্টি উপযুক্ত হবে) অর্থ, স্বরাষ্ট্র, বিদেশ, শিক্ষা , স্বাস্থ্য, কৃষি , প্রতিরক্ষা , রেভিনিউ এবং কর -- এইসব গুরুকর পূর্ণ বিভাগের প্রার্থীদের নাম এবং যোগ্যতা জনগণকে জানাতে হবে। ভোটাররা ভোট দেবার আগে যাতে প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী নির্বাচন করতে পারে। সেই জন্য প্রার্থীদের নাম এবং যোগ্যতার ঘোষনা নির্বাচনের ছয় মাস পূর্বে করতে হবে। ফলাফল বেরনোর পর দেখা গেলো মিশ্রিত ফলাফল। উদাহরন ঃ অর্থ, বিদেশ একটি গোষ্ঠীর প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছে। অপর গোষ্ঠী রাষ্ট্রপ্রধান এবং অন্যান্য বিভাগে তাদের প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে সরকার গঠন করার সময় অন্য পক্ষের অর্থ এবং বিদেশ মন্ত্রকের নির্বাচিত প্রার্থীকে নিয়ে সরকার গঠন করতে হবে এবং যে ম্যানিফেস্ট দেখে জনগণ ভোট দিয়েছে সরকারকে সেই ম্যানিফেস্ট অনুসরণ করতে হবে নির্বিবাদে । কোনো গোষ্ঠী ইচ্ছে করলে নির্বাচনের পূর্বে প্রার্থী পরিবর্তন করতে পারে কিন্তু নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো পরিবর্তন করতে পারবে না।

রাজ্য সভা সম্পূর্ণভাবে অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নিয়ে গঠিত হবে। উভয় পক্ষের রাজনৈতিক দলের সমর্থন যুক্ত লোকেরাই প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা হিসেবে গণ্য করা হবে। পৃথক নির্বাচন নয় একই সাথে লোকসভা, রাজ্যসভা ও বিধান সভার নির্বাচন হবে। এতে সরকারি অর্থাৎ জনগণের একটা বৃহৎ ব্যয় সংকোচ হবে।

প্রতি বছর সরকারকে সমস্ত বিভাগের আয় এবং ব্যয়ে জনসাধারণকে জানাতে হবে। সেই মতো সরকারের প্লাস ও মাইনাস রেটিং হবে। রাজ্য স্তরেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। প্রতিটি বিভাগের কি কাজ করবে এবং কত টাকার বাজেট তা জনমাধ্যমের মাধ্যমে জানানোটা আবশ্যক। ভোট দুটি আলাদা মেশিনে অথবা টু ফোল্ড ব্যালট পেপারেও হতে পারে। যেটা স্বচ্ছ এবং নিরাপদ সেটাই বেছে নিতে হবে। ই ভি এম মেশিন অথবা ব্যালট পেপার যেটাই হউক না কেন তিনটি ভাষাতে থাকা দরকার। স্থানীয়, ইংরেজি ও হিন্দি এই তিনটি ভাষায় প্রার্থীদের নাম গোষ্ঠীর নিবাচনী প্রতীক থাকবে। পোলিং বুথের অন্তত পক্ষে তিন থেকে চার কিলোমিটার পরিধির মধ্যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টির কর্মীরা থাকতে পারবে না। একমাত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে কোনো নিষেধ থাকবে না। যে রাজ্যে ভোটকে কেন্দ্র করে

হিংসাত্মক ঘটনা ঘটবে সেই রাজ্যে নির্বাচন স্থগিত হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে উভয় গোষ্ঠীকেই মিলিত সরকার গঠন করতে হবে। ভালো অনুশাসন এবং আনকোরাপ্টেড ব্যাকগ্রাউন্ডটাই যোগ্যতা নির্নায়কের মাপকাঠি হবে রাষ্ট্রপ্রধান পদের জন্য। অন্যান্য বিভাগের জন্য একই নিয়ম। রাষ্ট্রপ্রধান এবং মুখ্যমন্ত্রীর স্বাধীনতা থাকবে। তারা অর্থ, বিদেশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য , স্বরাষ্ট্র, কৃষি ইত্যাদি বিভাগ বাদ দিয়ে অন্যান্য বিভাগের রাজ্য মন্ত্রী নির্বাচন করবেন স্বচ্ছ ও সুচারুভাবে দায়িত্ব পালন করার জন্য।

প্রশ্ন হলো এটা কে বা কারা নির্ধারন করবে। জনগণকেই ঠিক করতে হবে এবং নির্বাচন কমিশনকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। স্কুলের নবম শ্রেণী থেকেই সমাজ ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান আবশ্যিক পাঠ্য হবে। বিশ্ববিদ্যালয় হতে নির্বাচন সিস্টেমটার গুরুত্ব যাতে ছাত্ররা ভালোভাবে বুঝতে পারে সেই ভাবে ছাত্রদের শিক্ষিত করতে হবে। কারণ এরাই দেশের ভবিষ্যৎ। নির্বাচনের কিছু সময় পূর্ব হতে পুলিশ, সি আর পি এফ ও অন্যান্য ফোর্সগুলি নির্বাচন আধিকারিকের নির্দেশনায় চলবে। সমস্ত দেশ জুড়ে নির্বাচন কমিশনের দফতর থাকা দরকার। রাজ্যপাল পদের অবলুপ্তি ঘটানো উচিৎ। রাষ্ট্র প্রধান যদি কোনো বিশেষ নীতি বা সিদ্ধান্ত নিতে চায় তাহলে মন্ত্রিসভার আনেনিমাস (সর্বসম্মত) হলে তবেই সেটা কার্যকরী হবে। কোনো মন্ত্রীর যদি পারফরম্যান্স ঠিক না হয় তাহলে জনগণকে পাঁচ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। জনগণ নির্বাচন কমিশনকে সঠিক প্রমানপত্র পেশ করে পুননির্বাচন দাবি জানাতে পারে। দাবি মানা ও না মানা সম্পূর্ন নির্বাচন আধিকারিকের অধিকার ভুক্ত হবে। পারফরমেন্সের নিরিখে নির্ধারন হবে পুর্ননির্বাচন। প্রয়োজনে রেটিং সিস্টেম লাগু হতে পারে। প্রতিটি বিভাগ তাদের বাজেট এবং কতদিনের মধ্যে সেটা রুপায়ন হবে তা জনগণকে জানানোটা আবশ্যিক। এর উপর রেটিং ঠিক হবে। এই ব্যবস্থা দেশের সব কটি নির্বাচনে লাগু হলে কিছুটা স্বচ্ছতা আসবে। এই সিস্টেমকে কার্যকরী করতে হলে জনগণের সচেতনতা একান্তই আবশ্যিক। এটা সম্মিলিত রাষ্ট্রীয় সরকার গঠনের প্রথম ধাপ।

পলিটিক্যাল পার্টিদের যখন লোকসেবা এবং দেশের উন্নতিই লক্ষ্য তখন এই ধরনের ব্যবস্থা মেনে নিতে কোনো অসুবিধা হওয়া উচিত নয়। যে কোনো সিস্টেম কার্যকর করতে গেলে সেই সিস্টেমের ক্রুটি ধরা পড়তে বাধ্য। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর এমন কোনো সিস্টেম নেই যা ক্রুটিহীন। মানব সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে সংশোধন আবিশ্যিক। মানুষের চেতনা প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে এবং সূক্ষ থেকে সূক্ষতর হয়ে চলেছে। যেমন বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে । মজার বিষয় হলো আমরা অনেকেই এটা বুঝতে পারি না। কোনো সমস্যার সন্মুখীন হলে , সেই সমস্যা সলভ করতে গিয়ে নিজের বুদ্ধির এবং চেতনার বিকাশটা অনুভব করি। যেমন একটা সময় বুঝতে পারি যে এখন আর ছোট নেই বড় হয়ে গেছি। শুধু বড় হওয়ার দায়িত্বটা সময়মতো বুঝতে পারি না। সেই জীবনমুখী শিক্ষা স্কুলের প্রাথমিক স্তর হতে প্রারম্ভ হওয়া দরকার । এই শিক্ষার আরম্ভ প্রতিটি বাড়ি থেকে আরম্ভ হওয়া দরকার। স্কুলের টিচারের যেমন দায়িত্ব ঠিক ততটাই অভিভাবকের বরং অভিভাবকের দায়িত্ব অনেক বেশি। একমাত্র জনজাগরনই লোকতন্ত্রের রুপায়নের পথ। আমরা যদি একটু ব্যক্তি কেন্দ্রিক অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে গোষ্ঠী কেন্দ্রিক ও রাষ্ট্রকেন্দ্রিক হই তাহলেই আমরা খোলা হাওয়ায় একটু ভালো অক্সিজেন নিতে পারি। যে কোনো দেশে যুব শক্তি হচ্ছে প্রকৃত শক্তির উৎস। ছাত্র আন্দোলনের মুখে ফ্রান্সের দ্যগল উৎখাত হলো। ফ্রেঞ্চ রেভিউলিউশন এর কথা আমরা সবাই জানি। আমেরিকাও রেভ্যুলিউশনের মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় । শুধু আমরা ভুলে গেছি ১৯৮৯ সালের জুন মাসের ৪ এবং ৫ তারিখের নারকীয় ঘটনা। ওই দিন চায়নার বেজিং শহরের তিয়ান্যানমেন স্কোয়ারে সামরিক বাহিনী ট্যাঙ্কের তলায় ও রাইফেলের গুলিতে কয়েক হাজার ছাত্রদের পিসে ফেলা হয়েছিল। বেসরকারি সূত্রে কারণ ওই সময় বেশ কিছু ইউরোপিয়ান সাংবাদিক ওখানে উপস্থিত ছিলো। তারা গিয়েছিলো সোভিয়েত রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট গর্বাচভের সফর উপলক্ষ্যে অসমর্থিত সংবাদ অনুযায়ী সেই দুই দিন এবং পরবর্তী কয়েকদিনে প্রায় লক্ষাধিক যুবক ও ছাত্রদের হত্যা করা হয়েছিলো। তাদের একটাই দোষ তারা দেশে পরিবর্তন চেয়েছিলো। দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলো । বর্তমান যুগটা হচ্ছে বানিজ্যিক যুগ। মানবিকতার ও তার অধিকার আজ সর্বত্র উপেক্ষিত। আমাদের দেশেও ১৯৬৮ থেকে ৭২ পর্যন্ত আগুনের সময় ছিলো। সেই সময় কয়েক হাজার স্কলার ছাত্ররা সেই আন্দোলনে নিজেদের প্রাণ দিয়েছে। তারাও চেয়েছিলো পরিবর্তন। উপেক্ষিত, নিপীড়িত , নির্যাতিত মানুষদের পাশে তারা দাঁড়িয়েছিলো, যাতে মানুষগুলো ন্যায় বিচার ও প্রাপ্য অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত না হতে হয়। তাদের পথ নিয়ে কোনো আলোচনায় যাবো না সেটা বড় বড় তাত্বিক চিন্তাবিদের জন্য তোলা রইলো। একটা অভুতপূর্ব বিষয় তখন দেখা গিয়েছিলো, তা হলো মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের প্রচুর সমর্থন এইসব নিঃস্বার্থ , অকুতোভয় , শিক্ষিত ছেলেদের প্রতি। যা দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এর পূর্বে দেখা যায়নি। অধুনা কয়েক বছর আগে আম আদমি পার্টির প্রতি জনসমর্থন , কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো জনগণ প্যালেঞ্জার ট্রেনে ভ্রমন করার টিকিট তাদের দিয়েছিলো, তারা সেই টিকিট নিয়ে রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনে উঠে পড়েছিলো। পরিণতি আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি। তবে হিংসা দিয়ে হিংসাকে উৎখাত করা সেই যুগ এখন আর নেই। বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস, চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, এইসব কথা কেউ মেনে নিতে পারেনি। অনেক ভুল পদক্ষেপের ফলে তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। খুব সুকৌশলে দলের অভ্যন্তরে বেনোজল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। সেই সব এলিমেন্টসদের দলবিরোধী কার্যকলাপ জনগণ মেনে নেয়নি, কারণ সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় এই সব সূক্ষ কার্যকলাপের জটিল অঙ্কটা বোঝা । তাই দলটি জনসমর্থন হারালো। তবে হিংসা দিয়ে হিংসাকে উৎখাত করা যাবে না জয় করাতো সম্ভবই নয়।

তা বলে গান্ধীজির অহিংসার ফিলোসফি, তোমায় কেউ এক গালে থাপ্পড় মারলে তুমি অন্য গালটি বাড়িয়ে দিয়ো। এটিও সমর্থনযোগ্য নয়। এভাবে উনি দেশের মানুষকে নপুংসকতার দিকে ঠেলে দিতে চেয়েছিলেন। ভাগ্গিস নেতাজি সুভাষ ছিলেন। আজ দেশের পথে ঘাটে, ফুটপাতে ভুরি ভুরি নেতা দেখা যাবে, কিন্তু সমগ্র দেশের মানুষ একজনকেই জানে নেতাজি হিসাবে সুভাষ চন্দ্র বোস। ইংরেজরা দেশ ছেড়েছে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের জন্য নয়। এক ব্রিটিশ সাংবাদিক বলেছেন, সুভাষ বোস এর আহ্বানে বোম্বের নৌসেনাদের বিদ্রোহ, পুনা সেনা ছাউনিতে একই অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার

ফলে তাদের পক্ষে এখানে থাকাটা আর নিরাপদ নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাদের এমনিতে কাহিল অবস্থা। তাই দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। যাওয়ার সময় আমাদের তদানীন্তন কয়েকজন নেতার ক্ষমতার লোভকে কাজে লাগিয়ে দেশটাকে বিভাজিত করে যায়। এবং সেই সব নেতাদের কানে মন্ত্র দিয়ে যায় ঃ ডিভাইড এন্ড রুল। আজ সমগ্র দেশ ধর্ম, জাতি ও বর্ণের বিভাজনের রোগে আক্রান্ত। হিংসা নয়, অহিংসাও নয় তবে কোন পথ। এই দুইয়ের মধ্যেই নিহিত রয়েছে একটি পথ। সেটা খুঁজে বার করার দায়িত্ব যুব সমাজের। যারা সত্যই চায় দেশের পরিবর্তন। একমাত্র জনজাগরনই পরিবর্তন আনতে পারে। কোনো সৎ রাজনৈতিক (পলিটিক্যাল নয়) পার্টি যদি এগিয়ে আসে তাহলে এই পরিবর্তন সম্ভব। খুব জোর দিয়ে বলা যায় যে দেশের যা অবস্থা তা দেখে অনায়াসে বলা যায় মানুষ অসন্তুষ্টির আগুনে জ্বলছে, ফুঁসছে। আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দেশে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি তাদের পার্টির নাম কোনো ধর্মের নাম দিয়ে হবে না, এই নিয়ম সমস্ত সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। ভারতবর্ষ শুধু ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ হবে না, ভারতবর্ষ হবে সনাতন ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ বলে সারা বিশ্বে পরিচিত হবে। যে কোনো ধর্মের লোক নিজ নিজ ধর্মে থেকেও সনাতন ধর্মাচরণ করতে পারে। কারণ সনাতন ধর্ম এর আচারআচরন সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সন্মত। লক্ষ্য একটাই মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ। রাষ্ট্রের নিয়ম সবার জন্য এক, কোনো ধর্মের আলাদা কোনো নিয়ম থাকবে না। এতে বিভেদ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে না। দেশের নাগরিক তার গৃহে বা তাদের সমষ্টির প্রার্থনা স্থলে ধর্মাচরন স্বাধীনভাবে করতে পারবে কিন্তু সমষ্টিগত জীবনে তার একটাই পরিচয় সে ভারতীয় নাগরিক। দেশের সাধারণ মানুষ অপেক্ষায় রয়েছে পরিবর্তনের।

পরিবর্তনের হাল ধরতে পারে এমন লিডারশিপের অপেক্ষায় রয়েছে। এমন কোনো রাজনৈতিক (পলিটিক্যাল নয়) দল যারা সত্যিই দেশ ও দশের উন্নতি চায় এইরকম কোনো দল এগিয়ে এলে গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায় দেশের মানুষ তাদের পাশে এসে দাঁড়াবে। জনগণের চেতনা জেগে উঠুক মানুষ তার ন্যুনতম বেঁচে থাকার অধিকার বুঝে নিক, এই আশার রুপায়নের দিন শীঘ্র আসুক। এই প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে জানাই।

শিক্ষায় আলো ছড়াচ্ছে মুরলীগঞ্জ হাইস্কুল

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে খবরের ঘন্টা মুখোমুখি হয়েছিল শিলিগুড়ি মহকুমার বিধাননগরে অবস্থিত রাজ্যের অন্যতম মডেল স্কুল মুরলীগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সামসুল আলমের।শিক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর ভাবনা,স্কুলের সাফল্যের পেছনের গল্প এবং নৈতিকতা ও প্রযুক্তির সমন্বিত শিক্ষার কথা উঠে এল তাঁর বক্তব্যে।প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম বলেন,'' আমাদের স্কুলে অভিভাবকরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ গঠনের স্বপ্ন দেখতে পাচ্ছেন। আমরা শুধু পাঠ্যপুস্তক শেখাই না, তাদের স্বপ্ন পূরনের পথে পথ প্রদর্শক হই। পুরো একটি টিম হিসেবে আমরা কাজ করি-- শিক্ষকশিক্ষিকা, কর্মী থেকে শুরু করে শিক্ষার্থীরা পর্যন্ত। তাই মুরলীগঞ্জ হাইস্কুল আজ ব্যতিক্রম। '' তিনি আরও বলেন,'' আমাদের স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর। কোনো শিক্ষক বা শিক্ষিকা একদিন অনুপস্থিত থাকলে ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই আমার চেম্বারে এসে খোঁজ নেয়।এতে বোঝা যায় এই সম্পর্কটা কতটা আন্তরিক এবং আন্তঃসম্পর্করূর্ণ।'' সামসুল আলম শিক্ষার মূল মেরুদন্ড হিসেবে নৈতিক শিক্ষাকে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে, ''নৈতিকতা ছাড়া শিক্ষা শুধু সার্টিফিকেট অর্জনের নামান্তর। কোনো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি নৈতিকতা না থাকে , তবে তা ধ্বংসের দিকে এগোয়। অন্ধকারে হারিয়ে যায় সমাজ। ''

এই স্কুল শুধু নৈতিক শিক্ষার উপরেই জোর দেয় না, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষাও এখানে সমানভাবে গুরুত্ব পায়। স্মার্ট ক্লাস, স্মার্ট বোর্ড, ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ফলে ছাত্রছাত্রীরা হয়ে উঠছে আরও স্মার্ট, আত্মবিশ্বাসী ও প্রস্তুত আগামী দিনের জন্য।

মুরলীগঞ্জ হাইস্কুল ইতিমধ্যেই নানা সন্মানে ভূষিত। রাজ্য সরকারের যামিনী রায় পুরস্কার প্রাপ্ত এই স্কুল সমস্ত মানদন্ড ও নির্দেশিকা মেনে শিক্ষা প্রদান করে চলেছে স্কুলের সাফল্য নিয়ে তৈরি একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম ইউনিসেফ এর সার্ক সন্মেলনে প্রদর্শিত হয়েছে-- যা নিঃসন্দেহে গর্বের বিষয়। গ্রামের পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছেলে-মেয়েরা আজ এই স্কুল থেকেই মেধা তালিকায় জায়গা করে নিচ্ছে, কেউ কেউ পৌঁছে যাচ্ছে আইআইটি-র মতো জাতীয় স্তরের প্রতিষ্ঠানে। মুরলীগঞ্জ হাইস্কুল এখন শুধু একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয় -- এটি হয়ে উঠেছে স্বপ্ন পূরনের এক আলোকবর্তিকা। এবং এই পরিবর্তনের পিছনে রয়েছেন এক নিষ্ঠাবান, দূরদর্শী এবং মানবিক প্রধান শিক্ষক-- সামসুল আলম।

স্বাধীনতার অর্থ খুঁজি

মুকুল দাস
(বয়স ১০০, শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

ভারতবর্ষ স্বর্গ
ভারতবাসীর গর্ব।
ধনে জনে সমৃদ্ধ কিছু আছে সৎ লোক
আছে কিছু অসৎ লোকের কারবার।
দেশের জন্য নয়তো চিন্তিত, যার যার কাজে
সে সে ব্যস্ত।
মিথ্যার জয় সত্যের পরাজয়, মিথ্যা দেয়
সত্যকে কষ্ট,
এতে কিছু মানুষ হয় নষ্ট।
কিছু মানুষ সহজ সরল সাদাসিধা অসতের
দলে যায় ভিড়ে।
দেশ-বিদেশে তাদের বেচাকেনা করে।
পরে তারা কোথায় যায় খোঁজ মেলে না,
যদিও বা খোঁজ মিলে, সমাজ তুলে নেয় না।
অপহরন হত্যা অত্যাচার ছেয়ে গেছে দেশে
অসম্মানিত বোধ করি দেখে এমন বেশ
লজ্জা ঢাকি কোথা?
একি অসভ্যতা।

এতো হাতে হাত ধরি

গোপা দাস
(শরৎ পল্লী , হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

আমরা মানুষ আমরা সবাই হিন্দু মুসলমান।
আমরা সবাই ভালোবাসি মানুষকে করি
সন্মান।
আমরা হিন্দু প্রভাতে গাই ভগবানের নাম
আমরা মুসলিম গাই আল্লাহ আকবর নাম
আমরা হিন্দু প্রনাম জানাই আমরা করি
সেলাম।
বিবাদবিভেদ কোথায় আছে কেউ কারো
নয় গোলাম। কেবা পুরুষ কে বা নারী
চেনায় বড় দায়
তবু কেন হিংসা দ্বেষ মানুষে মানুষে পার্থক্য
বোঝায়? রঙের ভেদে ফুল ফোটে বৃক্ষ-তো
অনেক,
তাই বলে কি ভাবনা ভাঙ্গা ভাঙবো কেন
বিবেক
যা হবার হয়ে গেছে আর নয় পিছিয়ে পড়া,
এসো সবাই হাত ধরি শুরু হোক দেশ গড়া।

সম্প্রীতির বার্তা

চিত্তরঞ্জন সরকার

মালিকরুপে ছিলেন যখন সৃষ্টিকর্তা নিজে,
স্বর্গ মর্ত পাতাল ছিল তাঁরই করায়ত্বে,
দিন রাত, জন্ম মৃত্যু সবই তাঁর সৃষ্টি,
মানুষ অমানুষ, ধর্ম-অধর্ম সকলেতেই তাঁর দৃষ্টি।

আদি মানব মনোনয়ে প্রেরন করলেন আদমেরে,
স্বর্গের ভার দিলেন তারই উপরে।
সকল খাদ্য ভোগ-উপভোগ করবেন তিনি,
বাধা থাকল শুধু জ্ঞানবৃক্ষের ফল খানি।

প্ররোচনার শিকার হয়ে লঙ্ঘিলেন স্রষ্টাকে,
শাস্তিবর পেলেন আদম সরাসরি মর্তে,
নিক্ষেপিত হলেন তিনি, নিয়ে দুঃখের ডালি,
অনাচার, অধর্মে মর্ত ভরল, দিয়ে ধর্মকে বলি।

হিন্দু-মুসলমান মোরা একই স্রষ্টার সন্তান,
মানব বন্ধনে জুড়ো, দিয়ে আত্ম বলিদান,
ছড়াও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক, সম্প্রীতির বার্তা,
খুশি হবেন জগৎ স্রষ্টা সকলের পিতা।

হায়রে স্বাধীনতা !

রিঙ্কু মিত্র (পাল)
কল্যানী, নদীয়া

নবীনেরা বড় হয়েছে ,
ওরা নেই তো কারো অধীন।
মনের সুখে, আনন্দেতে,
নাচছে তাধিন তাধিন।

হাঁক দিয়ে কয় খুড়ো--
"বলতো ওরে নবীন,
তোরা কবে হয়েছিস স্বাধীন?"

নবীন বলে," কেন আবার !
ইংরেজ ভারত ছাড়ল যেদিন। "

"তাই তো, অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে ,
রাত-দুপুরে গলা ভিজিয়ে,
ফুল সাউন্ডে বক্স বাজিয়ে,
প্রতিবেশীর ঘুম ভাঙিয়ে,
উল্লাসেতে নাচছি ধেই ধেই।

আমরা এখন পরাধীন কেউ নেই--
কিংবা বিদ্যাদেবীর ধ্যানে,
চার চারটি দিনে
থাকি যে অজ্ঞানে।

জাঁকজমকে ,ঘটা করে,
পূজা করি ভক্তিভরে।
যতই থাকুক কারো বড় পরীক্ষা,
করি না তো তার তোয়াক্কা।

আমরা ডি.জে. বাজাই,
টাকা ওড়াই,
ঝামেলা করে রাগ বানাই।
সত্যি কথা মিথ্যে বানাই,
ক্ষেপে গিয়ে মানুষও পেটাই।

আমরা এখন স্বাধীন--
মনের সুখে, আনন্দেতে,
নাচছি তাধিন তাধিন।

খুড়ো বলে--
"বাহ! খুবই ভালো,
তোরা ভবিষ্যতের আলো।
শোনরে তবে বলি--

সেদিন এক বিয়ে বাড়ির ডি.জে.
লক্ষী বৌয়ের প্রাণ নিয়ে করল কিযে!
তাঁর ছিল হার্টের অসুখ,
সইল না যে , কপালে সুখ।

বেচারা শম্ভু ভেবে না পায়,
অনেক ভেবে বের করেছে উপায়--
ওই বিয়ে বাড়ির প্যান্ডেলে
বৌয়ের শ্রাদ্ধের লোক খাওয়ায় ব্যান্ডেলে!

তবু প্রাণঘাতক এই ডি.জের,
তোরা করিস কত কদর!

যদি সব সত্যি কথা
আমি বলি ,খুড়ো--
তোর বড়দাদারা বলবে এসে--
'তুই চুপ কর, মূঢ়!
ওরা একটু করুক আনন্দ।"

খুড়ো বলে--
"হায়রে হায়!
তোরা যে কেউ দায়িত্বশীল নয়!
তোদের স্বাধীনতার মানে
বোঝানো দায়।

স্বাধীনতা যে ঠোক্কর খায়
প্রভাবশালীর পায়,
আর লজ্জায় মুখ লুকায়!"

আর কত যুগ পরে?

অশোক পাল (ফুলবাগান, মুর্শিদাবাদ)

পরাধীন দেশের বিপ্লবীদের স্বপ্ন ছিল
স্বাধীন দেশ--
লক্ষ কোটি প্রানের বিনিময়ে অর্জিত
স্বাধীনতা
আজ আক্ষেপ ঝরে পড়ে
স্বাধীন দেশের গণতন্ত্র মৌলিক অধিকার
বাক স্বাধীনতা হরন করছে ইংরেজ নয়
এ দেশেরই স্বৈরশাসক!
প্রবীণ নাগরিক সমাজ হতাশা ব্যক্ত
করেছেন
পরাধীনতায় অন্তত শাসন ছিল।
আজ শাসক বদলে শোষক
কর্মহীন শিক্ষিত ছাত্র সমাজ
দুচোখে অন্ধকার নিয়ে বেঁচে থাকা
ভবিষ্যৎ বন্দি হতাশার হাতে
এ কেমন স্বাধীনতা?
এ স্বাধীনতার অর্জন কি?
বেঁচে থাকার ন্যূনতম চাহিদা পূরন হয় না
আজ নয় আগামীকালও অনিশ্চিত!
এত আঁধারে অসুস্থ সমাজ
গড়ে উঠেছে আর মানবিক মানুষ
অসহ্য যন্ত্রনায় তিলে তিলে হারিয়ে যাচ্ছে!
ভালো মানুষ শূন্য দেশে গণতন্ত্র
স্বাধীনতার পতাকা এখন কাদের হাতে?
স্বাধীনতার আলো ঘরে ঘরে পৌঁছাবে
আর কত বছর পরে? কত যুগ?

ভারত-আত্মা ঋষি অরবিন্দ

অসমঞ্জ সরকার (শিবমন্দির)

ভারত-আত্মা হে মহান ঋষি অরবিন্দ।
লহ প্রণাম, ইতি তোমার স্বদেশ-প্রেমীবৃন্দ।
জন্ম তব ১৮৭২ এর ১৫ই আগস্ট
কলকাতায়।
যেদিন ভারত-আকাশে ১৯৪৭-এ
স্বাধীনতার সূর্যোদয়।
বিলাত-ফেরত চিকিৎসক কৃষ্ণধন ঘোষ
ছিলেন পিতা।
মাতা স্বর্ণলতাদেবী হলেন, রাজনারায়ন
বসুর দুহিতা।
দশ বছর বয়সে ইংরেজি ও ল্যাটিনে লেখেন
সুন্দর কবিতা।
যার মধ্যে প্রকাশিত তাঁর গভীর
আধ্যাত্মিকতা।
কিন্তু যে প্রাণ উৎসর্গীকৃত দেশমাতৃকার
চরণে।
তাঁরে বাঁধা নাহি যায় ক্ষুদ্র গন্ডির আবরণে।
আই সি এস পরীক্ষায় অনুপস্থিত
যথাস্থানে।
ফিরে এলেন ভারত-ভূমে অন্তরাত্মার টানে।
ডুব দিলেন জ্ঞান-সাগরে, বরোদা স্টেটের
শিক্ষাঙ্গনে।
আয়ত্ত হল মারাঠা, হিন্দি, গুজরাটি, সংস্কৃত
ভাষা ও সাহিত্য সেখানে।
শিখলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
দীনেন্দ্রকুমার রায়ের সনে।
পড়ে ফেললেন বাংলা সাহিত্যের জ্ঞান-গর্ভ
সব রচনা।
এল, অন্তরের ডাক ঘুচাতে হবে পরাধীনতার
যন্ত্রণা।
প্রকাশ হল,জাতীয়তাবোধে পরিপূর্ণ
'বন্দেমাতরম' পত্রিকা।
নির্ভীক জ্বালাময়ী রচনায় ভরা সে
আলোকবর্তিকা।
জেগে ওঠে দেশপ্রেম ও নব চেতনা প্রাণে
প্রাণে।
তৈরি সে প্রাণ, আত্মবলিদানে দেশমাতৃকার
চরণে।
ধন্য ঋষি, ধন্য তোমার স্বদেশ-প্রেম,
মাতৃবন্দনা।
করিল বিশ্ব-হৃদয় জয় তোমার দর্শনের
প্রেরণা।
গাই তব বীরগাথা,জয়গান
অনুক্ষণ হে মহান প্রাণ।
দাও তবে,স্থান তব হৃদয়ের অন্তঃপুরে, হে
মহান জীবন।

থাইল্যান্ডের স্ট্রেংথ লিফটিংয়ে ভারতের পতাকা উঁচুতে মেলে ধরলেন শিলিগুড়ির পায়েল বর্মন ও শর্মিষ্ঠা লাহিড়ী

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ থাইল্যান্ডের পাটায়াতে সম্প্রতি আন্তর্জাতিক স্ট্রেংথ লিফটিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।এই প্রতিযোগিতায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিযোগীরা নজরকাড়া পারফরম্যান্স উপহার দিলেও বাংলার হয়ে শিলিগুড়ির দুই নারী-- পায়েল বর্মন ও শর্মিষ্ঠা লাহিড়ী আলাদা দুটি বিভাগে সোনা জিতে ভারত, বাংলা তথা শিলিগুড়ির নাম উজ্জ্বল করেছেন। পায়েল বর্মনের লড়াই যেন একটি অনুপ্রেরনার উপাখ্যান।একদিকে বাবা অসুস্থ হয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিছানায় শয্যাশায়ী, অন্যদিকে সংসারের হাল ধরতে পায়েল দিনরাত জিমে প্রশিক্ষকের কাজ করেন। এই কঠিন বাস্তবতার মাঝেই পায়েলের কাছে আসে থাইল্যান্ডে অংশগ্রহনের সুযোগ। কিন্তু আর্থিক প্রতিবন্ধকতা পায়েলের স্বপ্নকে অনেকটাই থমকে দেয়।ঠিক সেই সময় খবরের ঘন্টা-র মাধ্যমে পায়েল সকলের কাছে আবেদন জানান।তার ডাকে সাড়া দিয়ে সমাজের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু সহৃদয় মানুষ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

এই কঠিন পথে পায়েলের পাশে ছিলেন তাঁর আত্মীয় শর্মিষ্ঠা লাহিড়ী, যিনি নিজেও প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে মাস্টার উইমেন ইনক্লাইন বেঞ্চ প্রেস ও স্ট্রেংথ লিফটিং বিভাগে স্ট্রং ওম্যান হয়ে সোনা জিতে নেন। বাংলার মাটি থেকে আরও কিছু প্রতিযোগী পদক জিতেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন অনিশ শো(একটি রুপো ও একটি ব্রোঞ্জ), ননি গোপাল ভক্ত(একটি রুপো ও একটি ব্রোঞ্জ), সুমিত দাস (একটি রুপো)। অন্য রাজ্য থেকে যারা পদক পেয়েছেন তারা হলেন রুপশ্রী দাস (ত্রিপুরা--দুটি রুপো), স্নেহা কুমারী (ঝাড়খন্ড-- দুটি সোনা), ধর্মেন্দ্র কুমার (হরিয়ানা-- দুটি রুপা)। তবে বাংলার দুই নারী যোদ্ধা শর্মিষ্ঠা লাহিড়ী ও পায়েল বর্মন প্রমান করে দিলেন যে সাহস, অধ্যবসায় আর আত্মবিশ্বাস থাকলে কোনো বাধাই বড় নয়। এই জয়ে বাংলার মেয়েরা দেখিয়ে দিলেন যে তারা শুধু শক্তিশালী নন, বরং শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। পায়েল ও শর্মিষ্ঠা লাহিড়ীর এই সাফল্যে চারদিক থেকে অভিনন্দনের ঝড় উঠেছে। খবরের ঘন্টা শুরু থেকেই এই যাত্রায় তাঁদের পাশে ছিলো এবং ভবিষ্যতেও তাদের সঙ্গেই থাকবে। এই জয় শুধু পদকের নয়, এটা এক মানবিক সংহতি ও সাহসিকতার জয়। এই জয় দেশের স্বাধীনতার প্রাক মুহূর্তে নারী শক্তির জয়।

পায়েলের এই জয়ের অংশীদার খবরের ঘন্টার অনেক শুভাকাঙ্খী যারা দুশো টাকা থেকে পাঁচশ, এক হাজার, দুই হাজার, পাঁচ হাজার, দশ হাজার এমনকি পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। পায়েল সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। যাঁরা পায়েলকে এই থাইল্যান্ড যাত্রায় অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন খবরের ঘন্টার সম্পাদক বাপি ঘোষও। যাঁরা পায়েলকে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন --ফুলেশ্বরী নন্দিনীর তরফে সমাজসেবী ও সংস্কৃতি কর্মী মঞ্জু সরকার, রিষিলা বোস, সংঘমিত্রা ঘোষ, অশোক পাল-বাবলি পাল (ফুলবাগান, মুর্শিদাবাদ), উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা ট্রাস্ট্রে বিশিষ্ট সমাজসেবী ও চেয়ারম্যান জ্যোৎস্না আগরওয়ালা, শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি (পাঁচ হাজার টাকা), রিঙ্কু মিত্র পাল (নদীয়া,কল্যানী), দেবাশীষ হালদার, অরুপ চক্রবর্তী (কল্যানী), নবকুমার বসাক(শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইট--দুহাজার টাকা), নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরাগী এক ভক্ত (এক হাজার টাকা), নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরাগী এক ভক্ত (পঁচিশ হাজার টাকা), অসমঞ্জ সরকার (লেখক ও কবি, শিবমন্দির, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় লাগোয়া এলাকার বাসিনদা), রোমি মুখার্জী(মুম্বাইখ্যাত প্রতিভাময়ী সঙ্গীত শিল্পী), উৎপল সরকার (সম্পাদক, শিলিগুড়ি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন, সমাজসেবী-- দুহাজার টাকা), সুদীপ্ত কুমার জানা(ক্রীড়া শিক্ষক, বানীমন্দির রেলওয়ে হাইস্কুল), বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী বুলবুল বোস (রাগিনী সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্র, সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি), বাদল সাহা (হায়দরপাড়া চয়ন পাড়া শিলিগুড়ি), বিকাশ মুখার্জী (অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মী ও মুম্বাই খ্যাত রোমি মুখার্জীর বাবা, নিরঞ্জন নগর, শিলিগুড়ি), নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরাগী এক ব্যক্তি (দশ হাজার টাকা), জয়া ঘোষ (আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস খেলোয়াড় সুরভি ঘোষের মা), দীপিকা বন্দ্যে(জি এইচ আর পিস ফাউন্ডেশন, বিশিষ্ট সমাজসেবী, মালবাজার)। এর বাইরে আরও অনেকে রয়েছেন যারা কেউ এক হাজার, কেউ দু হাজার টাকা পাঠিয়েছেন পায়েলের গুগল পে নম্বরে--- তাঁরা কেউ নাম প্রকাশ করতে চান না।

শিক্ষক, সমাজসেবী ও আইনজীবী-- এক অসাধারণ জীবনের নাম বিপ্লব সেনগুপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ির বাবুপাড়ায় বসবাসকারী বিপ্লব সেনগুপ্ত কেবল একজন আইনজীবী নন, বরং সমাজ ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ এক নিঃস্বার্থ মানবিক ব্যক্তিত্বের নাম। বয়স ষাট পেরোলেও তাঁর কর্মনিষ্ঠা ও আদর্শচেতনায় বিন্দুমাত্র ভাঁটা পড়েনি। কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে তিনি নিয়মিত নানা গুরুত্বপূর্ণ রিট মামলা দায়ের করে থাকেন। তবে শুধুমাত্র রিট নয়, অন্যান্য মামলাও তিনি সমান দক্ষতায় লড়েন। প্রতিটি মামলা তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করেন, যাতে মক্কেলরা সুবিচার পান-- এটাই তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য. আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ব্যক্তিদের কাছ থেকে তিনি তাঁর কাজের নির্ধারিত ফী গ্রহন করেন এবং সেই অর্থই ব্যবহার করেন আর্থিকভাবে অসহায়, দরিদ্র মানুষদের মামলার খরচ বহনে। এমন মানবিক উদ্যোগ আজকের দিনে বিরল।

বিপ্লব সেনগুপ্তের জীবনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শিক্ষকতা। তিনি দীর্ঘদিন ধরে শিলিগুড়ির তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।শিক্ষক জীবনেও তাঁর নীতিগত অবস্থান ছিলো অত্যন্ত উঁচু স্তরের। যেসব ছাত্রছাত্রী টিউশন ফি দিতে পারতো না, তাদের থেকে তিনি কখনোই ফী নিতেন না। আবার যারা সক্ষম, তাদের থেকে নেওয়া অর্থই তিনি ব্যয় করতেন দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বই, খাতা , পাঠ্যপুস্তক কেনায়।

তাঁর প্রয়াত স্ত্রী পূবালী সেনগুপ্তের স্মৃতিকে ধরে রাখতে তিনি গড়ে তুলেছেন পূবালী সেনগুপ্ত স্মৃতি সংস্থা।এই সংস্থার পক্ষ থেকে তিনি ধারাবাহিকভাবে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা আয়োজন, দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য সামগ্রী বিতরণসহ নানা মানবিক ও সামাজিক কাজ করে চলেছেন। তাঁর প্রয়াত স্ত্রী বেঁচে থাকার সময় ছবি আঁকা, দুঃস্থ মেধাবীদের পাঠ্য পুস্তক প্রদানে আগ্রহ দেখাতেন। স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা জানাতে তিনি সেই কাজ ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন পূবালী সেনগুপ্ত স্মৃতি সংস্থার নামে।

অবসর গ্রহনের পরও বিপ্লববাবুর শিক্ষা নিয়ে কাজ থেমে যায়নি। এখনও তিনি শিলিগুড়ির আনন্দময়ী কালিবাড়িতে সপ্তাহে একদিন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিঃশুল্ক পাঠদান করে থাকেন। এছাড়া তিনি একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আইনি পরামর্শ দিয়ে সেগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

তাঁর ব্যক্তিজীবনও এক অনন্য সংগ্রামের কাহিনী। বিয়ের কিছুদিন পর মাত্র একুশ দিনের দুধের শিশু সন্তানকে কোলে রেখে অকস্মাৎ তাঁর স্ত্রী পূবালীর মৃত্যু হয়। চিকিৎসকের গাফিলতির অভিযোগ তুলে একজন শিক্ষক ও স্বামী হিসাবে তিনি আইনি লড়াই শুরু করেন। সেই সঙ্গে নিজের পুত্রকে পিতামাতার অভিভাবকত্বে মানুষ করেছেন অপার মমতা ও আদর্শে। দ্বিতীয়বার বিয়ে না করে একাই সব দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তিনি। আর স্ত্রীর চিকিৎসা অবহেলায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে আদালতে লড়াই করে তিনি শেষমেষ সেই মামলায় জয়ীও হন।

আজ সেই একুশ দিনের সন্তান ঋকপ্রতিম সেনগুপ্ত ৩২ বছর বয়সে এক উজ্জ্বল নাম বিজ্ঞানের আকশে। কসমোলজি ও অ্যাস্ট্রোফিজিক্সে গবেষণা করে ফেলেছেন পি এইচ ডি। দেশের প্রথম সারির ফিজিক্স গবেষক, অধ্যাপক ও বিজ্ঞানীদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন নিজের মেধা, প্রজ্ঞা এবং বিনয়ী জীবনধারার জন্য।

বিপ্লব সেনগুপ্তের পিতা প্রয়াত বিবেকানন্দ সেনগুপ্ত একজন পদস্থ পুলিশ আধিকারিক ছিলেন।বাবার অনুপ্রেরনায়ই তিনি আইনের পথে পা রাখেন।আজ তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক, সমাজসেবী এবং আইনজীবী হিসেবে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে বিপ্লববাবু ভারতের সংবিধান, নাগরিক অধিকার এবং সকলের সমানাধিকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য রেখে খবরের ঘন্টার সোস্যাল মিডিয়ায় বক্তব্য রেখেছেন।তিনি সকল দেশবাসীকে স্বাধীনতা দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

এই ব্যতিক্রমী মানুষটির জীবনচর্যা সত্যিই অনুপ্রেরনামূলক। তিনি সত্যি একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, শিক্ষকতা, মানবিকতা, শিল্প প্রেম এবং আইন চর্চা এই সব কিছু মিলিয়ে তাঁর জীবন অভিজ্ঞতা অসাধারণ ও অনুপ্রেরণামূলক।

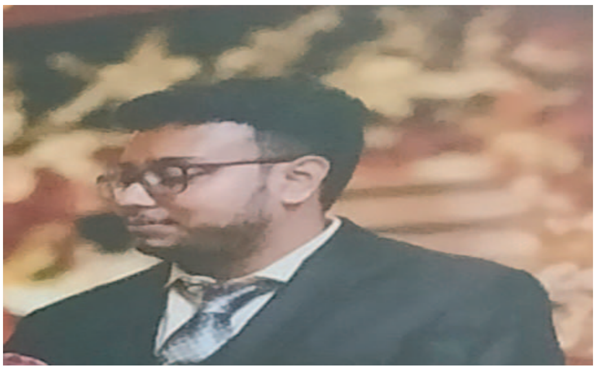

স্বাধীনতা দিবসে দেশাত্মবোধক সুরে মানবিক বার্তা অনিন্দিতা চ্যাটার্জীর

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি হাকিমপাড়ার বাসিন্দা এবং বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী অনিন্দিতা চ্যাটার্জী শুধু সুরের সাধনাতেই নন, মানবিক কর্মকান্ডেও যুক্ত। তাঁর সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি থেকে তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গীতের পাশাপাশি সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ গড়ে তুলতে উৎসাহিত করে থাকেন।

স্বাধীনতা দিবসে অনিন্দিতা চ্যাটার্জী যেমন জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন, তেমনি সমাজসেবার অঙ্গ হিসেবে পিছিয়ে পড়া এলাকার শিশুদের মধ্যে চকোলেট বিতরন করবেন। একইসঙ্গে তাঁর একাডেমির ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পরিবেশন করবেন একগুচ্ছ দেশাত্ম ত্মবোধক গান।

চা বাগান এলাকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন অনুন্নত অঞ্চলে গিয়ে মানবিক সহযোগিতা পৌঁছে দেওয়াই তাঁর দীর্ঘদিনের অভ্যাস। স্বাধীনকা দিবসেও সেই কাজ থেকে বিরতি নয় বরং আরও উৎসাহের সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা জানিয়েছেন তিনি।

সবাইকে স্বাধীনতা দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অনিন্দিতা চ্যাটার্জী। তাঁর এই সুর ও সেবার সন্মিলন সত্যিই আগামী প্রজন্মের জন্য এক অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত।

স্বাধীনতার ৭৮ বছরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন -- বিপ্লবীদের স্বপ্ন কি সত্যিই পূরন হল?

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে এক গভীর বোধসম্পন্ন বার্তা শোনালেন রাজ্যের শিক্ষা রত্ন সম্মানে ভূষিত ও শিলিগুড়ি বিধান নগরের মুরলীগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম। তাঁর মতে, স্বাধীনতা শুধু রাজনৈতিক মুক্তির নাম নয়, এটি একটি বৃহৎ সামাজিক দায়িত্ব।

তিনি বলেন, স্বাধীনতা মানে এমন এক ভারত, যেখানে থাকবে না কোনো ধর্মীয় বিভেদ, শিক্ষা সবার জন্য, থাকবে কর্মসংস্থান-- থাকবে সমান অধিকার। আমাদের দেশের বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং বিপ্লবীদের এটিই ছিল স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়াটাই হবে প্রকৃত স্বাধীনতা।

সামসুলবাবু আরও বলেন, স্বাধীনতা মানে যা খুশি তা করার লাইসেন্স নয় , বরং এটি একটি শৃঙ্খলার পথ, যেখানে থাকবে দায়বদ্ধতা, থাকবে অপরের প্রতি সন্মান, সমাজ ও দেশের প্রতি দায়িত্ব। আমাদের স্বাধীনতা তখনই সার্থক হবে যখন আমরা পিছিয়ে পড়াদের পাশে দাঁড়াতে পারবো।

তিনি বিশেষভাবে স্মরন করেন অমর শহিদ ক্ষুদিরাম বসুকে । বলেন, মাত্র ১৮ বছর বয়সে হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি মাথায় নিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম। তিনি বুঝিয়ে গিয়েছিলেন স্বাধীনতার মূল্য কতখানি।

স্বাধীনতার ৭৮ বছরে দাঁড়িয়ে সামসুল আলম প্রশ্ন তোলেন--" এখনো কি দেশে শিক্ষার আলো পৌঁছেছে সবার ঘরে? এখনো কি আমরা বেকারত্ব দূর করতে পেরেছি? এখনো কি আমাদের সমাজে হাহাকার নেই? "

শেষে তিনি বলেন, নতুন প্রজন্ম বড়দের দেখে শেখে। তাই আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব, আমরা যেন আমাদের আচরন , মানবিকতা ও কর্তব্যবোধ দিয়ে তাদের সামনে একটা আদর্শ গড়ে তুলতে পারি। তাহলেই স্বাধীনতা পারে সত্যিকারের অর্থ।

শিলিগুড়ির হৃদয় জয়ের গল্প - চলো বাংলায় রেস্তরাঁর অভিনব উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ির ঘোঘোমালি ছাড়িয়ে আশিঘর মোড়ে, শহরের কোলাহল পেরিয়ে এক অনন্য পরিবেশে গড়ে উঠেছে একেবারে ভিন্ন স্বাদের একটি পারিবারিক রেস্তরাঁ-- চলো বাংলায়। এই রেস্তরাঁর প্রধান কর্ণধার,সৃজনশীল উদ্যোক্তা সঞ্জীব কুমার দাস -- যিনি শুধু ব্যবসা করছেন না, তুলে ধরছেন বাঙালিয়ানার হারানো গল্প, স্বাদ ও ঐতিহ্য।

এই রেস্তরাঁ পরিচালিত হয় তাঁর প্রয়াত মাতৃ প্রদত্ত নামের ক্যাটারিং সংস্থা মাতঙ্গিনী ক্যাটারার এর মাধ্যমে। নামটি শুধু মায়ের স্মৃতিচিহ্ন নয়, একই সঙ্গে শ্রদ্ধার্ঘ্য ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী মাতঙ্গিনী হাজরার প্রতিও।

রেস্তরাঁর বৈশিষ্ট্যঃ

এই রেস্তরাঁয় ঢুকলেই যেন আপনি ফিরে যান এক অন্য সময়কালে। একদিকে দেওয়ালে বাঙালির নস্টালজিয়া-- উত্তম-সুচিত্রার ছবি, অন্যদিকে বারো মাসে তেরো পার্বনের কোলাজ। কৃত্রিম গাছপালা, গাছে ঝুলে থাকা বানর, হারিয়ে যাওয়া ফোন বুথ-- সব মিলিয়ে এক নিখুঁত শৈল্পিক ছোঁয়া।

আর আছে রিকশা-টেবিল। হ্যাঁ, খাবারের টেবিল বসানো হয়েছে এককেটি পুরনো দিনের রিকশার সিটের সামনে। এমন অভিনব ভাবনায় আপনি এবং আপনার পরিবার নিতে পারেন শুঁটকি মাছ, লাউ ডগা, লাল শাক, কচু শাক সহ হারিয়ে যাওয়া বাঙালি খাবারের স্বাদ।

সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ ঃ

বিশেষ চারটে চেয়ার-টেবিল সংরক্ষিত বয়স্ক নাগরিকদের জন্য। তাঁরা সেখানে বসে চা, পত্রিকা এবং শান্তির কিছু সময় কাটাতে পারেন। তাঁদের জন্য খাদ্য পরিবেশনে বিশেষ ছাড়ও রয়েছে। একে বলে মানবিক স্পর্শ।

শান্তির বার্তা-- ঘন্টা ও লণ্ঠন ঃ

রেস্তরাঁর ওপরের দিকে তাকালেই দেখবেন, ঝুলছে বহু ঘন্টা ও পুরনো দিনের লণ্ঠন। সঞ্জীববাবুর কথায়, এই ঘন্টাগুলি শান্তির প্রতীক-- যেখানে মানুষ আসেন শান্তিতে, পরম তৃপ্তিতে খাবার খেতে।

সৃজনশীলতা ও উৎসবের মিলন মেলা

সারা বছর ধরেই চলে বিয়ের আগে আইবুড়ো ভাত, জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী সহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন। উৎসব এলেই বদলে যায় রেস্তরাঁর সাজসজ্জা। এবার স্বাধীনতা দিবসকে ঘিরে সেজে উঠছে দেশপ্রেমিকদের ছবি আর দেশাত্মবোধক গানে।

শিশুদের জন্য অনন্য প্রয়াস ঃ

শুধু রেস্তরাঁ নয় , সমাজসেবাতেও অগ্রনী মাতঙ্গিনী ক্যাটারার। হাতিয়াডাঙায় তাদের পরিচালিত মাতঙ্গিনী শিশু নিকেতন এ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল ফল উৎসব। ফার্স্ট ফুডে ডুবে যাওয়া শিশুদের বাঁচাতে বিভিন্ন ফলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে রাখা হয় ক্যুইজ, পুরস্কার সহ নানা আয়োজন। বইয়ের পাতার বাইরে বেরিয়ে শিশুদের ফল চিনতে শেখানোর এক চমৎকার উদ্যোগ।

যোগাযোগ করুন ঃ

ঠিকানা ঃ আশিঘর মোড়, আই সি আই সি আই ব্যাঙ্কের পাশে

টোল ফ্রি ঃ ১৮০০১২৩৮০২২

মোবাইল ঃ ৯৪৩৪৪৯৮৪৯৪/৯৮৩২০১৫৫৮৩

বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষন ঃ

ব্যবসা তো অনেকেই করেন। কিন্তু ঐতিহ্য, পরম্পরা, সমাজসেবা ও সৃজনশীলতা-- সব একসঙ্গে মেলে এমন প্রতিষ্ঠান খুব কমই রয়েছে।

চলো বাংলায়-- শুধু রেস্তরাঁ নয়, এক আবেগ, এক সংস্কৃতি, এক ফিরে দেখা।

মনিষীদের ছবি, গাছের টব আর সন্মাননার সৌরভে সেজে উঠেছে শিক্ষক স্বপ্নেন্দু নন্দীর সহস্রাব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর অনেকেই নিস্তরঙ্গ জীবনে ডুবে যান। কিন্তু শিলিগুড়ির হায়দরপাড়া বুদ্ধ ভারতী হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক স্বপ্নেন্দু নন্দী একেবারেই আলাদা পথ বেছে নিয়েছেন। তাঁর এনজেপি গেটবাজারের কাছে অবস্থিত সুকান্ত পল্লীর বাড়ির নাম সহস্রাব্দ ।আর সেই বাড়িতে প্রবেশ করলেই মনে হয় যেন এক শিক্ষামূলক সৌন্দর্যের জগতে পা রাখা হলো।

বাড়ির সিঁড়িতে পা রাখলেই চোখে পড়ে মনীষীদের প্রতিকৃতি-- নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, কাজি নজরুল ইসলাম সহ আরও বহু মনীষীর ছবি। স্বপ্নেন্দুবাবু বলেন, ‘‘প্রতিদিন এই ছবিগুলো দেখি, মন ভালো থাকে। শিক্ষকতা জীবনে বহু ছাত্রছাত্রী বাড়ি আসতো, তারাও উদ্বুদ্ধ হতো এই ছবিগুলো দেখে। আজও অনেকে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করে-- স্যার, আপনার বাড়ির দরজায় এখনো কি মনীষীদের ছবি আছে? ’

তাঁর উত্তর সোজা,‘‘ছবিগুলো কি কখনো সরানো যায়? ”

শুধু প্রতিকৃতিই নয়, বাড়ির একতলা থেকে তিনতলা পর্যন্ত সিঁড়ির ধাপজুড়ে সাজানো আছে বিভিন্ন গাছের টব, টাঙানো আছে নানা সন্মাননা, যা তাঁর শিল্পবোধকে প্রকাশ করে। সবুজে মোড়ানো পুরো বাড়িটা যেন এক জীবন্ত শিক্ষার পাঠশালা। ছাদে রয়েছে আরও অসংখ্য গাছের চারা। কোনো অতিথি বাড়িতে এলেই তিনি উপহার দেন একটি করে চারা গাছ। পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি এতে তাঁর নিজের মনও ভালো থাকে বলে জানান তিনি। স্বপ্নেন্দু নন্দী বলেন,‘‘স্বাধীনতা দিবস ১৫ আগস্ট বা শিক্ষক দিবস ৫ সেপ্টেম্বর পালন করলেই দায়িত্ব শেষ নয়। এই ধরনের পরিবেশ গড়ে তুললে প্রতিদিনই যেন স্বাধীনতা দিবস বা শিক্ষক দিবস হয়ে ওঠে। ভালো থাকার এই ভাবনাগুলোর মধ্যেই রয়েছে জীবনের আসল সৌন্দর্য।” এই বাড়ি শুধু একটি আবাসস্থল নয়-- এ যেন এক জীবন্ত অনুপ্রেরনা, যা বর্তমান প্রজন্মকে শিকড়ের সঙ্গে সংযোগ রেখে, দায়িত্বশীল ও সচেতন নাগরিক হয়ে ওঠার বার্তা দেয়।

নিরামিষে মাংসের হাড়ের তিক্ততা ভুলিয়ে দিলে আশিঘরের চলো বাংলার বাঙালিয়ানায় ভরপুর অভিজ্ঞতা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ডুয়ার্সের বানারহাটের রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স সোনালি সামন্ত পেশাগত কারনে প্রায়শই শিলিগুড়িতে চিকিৎসা ও নানা কাজে আসেন ।তবে এই শহরের রেস্তরাঁতে খাবারের অভিজ্ঞতা সবসময় সুখকর ছিল না তাঁর জন্য। কিছুদিন আগে আশ্রমপাড়ার এক রেস্তরাঁয় নিরামিষ সব্জি চে.য়ে বাটিতে মাংসের হাড় পেয়ে তিনি হতবাক হয়ে যান। একজন স্বাস্থ্য সেবীর কাছে এমন অভিজ্ঞতা হতাশাজনক তো বটেই, একই সঙ্গে রেস্তরাঁ সংস্কৃতির দায়বদ্ধতা নিয়েও প্রশ্ন তোলে।

তবে সেই তিক্ততা ভুলিয়ে দিল আশিঘর মোড়ের মাতঙ্গিনী ক্যাটারার পরিচালিত চলো বাংলা রেস্তরাঁ। এখানে খাবারের গুনগত মান, পরিবেশ, সৌজন্য--সব মিলিয়ে সোনালী সামন্তের অভিজ্ঞতা ছিলো একেবারে প্রশংসনীয়। তিনি বলেন, ‘‘খাবারের স্বাদ যেমন ভালো, পরিবেশও তেমনই মন ভালো করে দেয়। সবকিছুতে বাঙালিয়ানার ছোঁয়া আর অভিনব উপস্থাপনা দারুন লেগেছে।।” সোনালীদেবীর সঙ্গে ছিলেন স্বাস্থ্য কর্মী সুমিতা কুন্ডুও, যিনি একই অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে বলেন,‘‘ এমন বাঙালি সংস্কৃতি ঘেরা রেস্তরাঁ খুব কমই দেখা যায়। এখানে খাবার খাওয়াটা যেন এক আবেগের মতো। ”

রেস্তরাঁটির বৈশিষ্ট্য আরও উল্লেখযোগ্য। প্রবেশদ্বারেই নজর কাড়ে উত্তম কুমার ও সুচিত্রা সেনের যুগল ছবি। ভেতরে রয়েছে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বনের আলোকচিত্র, যা যেন এক চটজলদি সংস্কৃতি ভ্রমন। হারিয়ে যেতে বসা রিকশায় বসে খাওয়ার অভিজ্ঞতা যেমন নতুনত্বের স্বাদ দেয়, তেমনই প্রবীন নাগরিকদের জন্য আলাদা বসার ব্যবস্থাও প্রশংসনীয়।

বনের আবহে সাজানো রেস্তরাঁর অভ্যন্তরস্থ পরিবেশ মনকে প্রশান্তি দেয়, আবার ঐতিহ্যের সঙ্গে জুড়ে দেয় স্মৃতির সুতো।

চলো বাংলা শুধু একটি রেস্তরাঁ নয়-- এ যেন এক খাদ্য, সংস্কৃতি ও সৌন্দর্যের মেলবন্ধন, যা এই শহরের আতিথেয়তার পরিচয় বহন করে বলেই মনে করেন সোনালী সামন্ত।